সিঁদুর ছায়া

সিন্দুর ছায়া

প্রথম প্রকাশন , ফেব্রুয়ারী ২০২৬

---একশো টাকা ---

শীর্ষক পৃষ্ঠা এবং অলংকরণ :

সুমন্ত কুমার দাস

ISBN: 978-93-5592-131-4

|| বিশেষ সূচনা ||

লেখকের অনুমতি ছাড়াই কোনো অংশের পুনঃ মুদ্রণ এবং নকল করা যাবে না। এই শর্ত ভঙ্গ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুদ্রক

অ৫, টাওয়ার ১০, টাইপ ৫ , ইস্ট কিদাবোই নগর ,নিউ দিল্লী 110054

সুকুদা সেলফ পাবলিকেশন প্রা. লি:, ৬৬৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৭৭ থেকে প্রকাশিত..

নিবেদন

এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা এক অদৃশ্য ছায়ার নিচে লেখা—যেখানে সমাজের বিভাজন, নীরবতা, আর দ্বিধা ধীরে ধীরে এক ভয়ংকর পরিকল্পনার অংশ হয়ে ওঠে। **"সিন্দুর ছায়া"** শুধু একটি কাহিনী নয়, এটি একটি **অপারেশন**—যার নাম *সিন্দুর ছায়া*। এই অপারেশন কোনো সামরিক অভিযান নয়, বরং এক মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ছায়াযুদ্ধ। যেখানে তথ্য হলো অস্ত্র, নীরবতা হলো ছদ্মবেশ, আর প্রতিটি চরিত্র—রায়াদ, সায়রা, অরিন্দম সেন —একটি বৃহৎ ছায়া-নাটকের অংশ।

নিউ দিল্লী

১৫ ফেব্রুয়ারী , ১৪৩২ (ই ২০২৬)

সুকুদা সেলফ পাবলিকেশন

- প্রকাশক

অধ্যায়

1.	সাবা গ্রাম	5
2.	সায়রা	33
3.	রায়াদ	65
4.	অরিন্দম	97
5.	পরিকল্পনা	129
6.	শিক্ষার পরিবেশ	161
7.	ঐক্য ভাঙা	193
8.	তথ্য সংগ্রহ	225
9.	অর্থনৈতিক বিশৃক্ষলা	257
10.	চুড়ান্ত অপরাধ	289

সাবা গ্রাম

উপ-অধ্যায়

1.01.	সীমান্তের কুঁয়াশা	7
1.02.	নিবৃত গ্রাম	7
1.03.	ছদ্ম পরিচয়	9
1.04.	প্রথম সাক্ষাৎ	11
1.05.	গোপন বার্তা	14
1.06.	অপরাধের ছায়া	17
1.07.	বিশ্বাসের পরীক্ষা	19
1.08.	অন্তর্দ্বন্দ্ব	22
1.09.	প্রথম বিপদ	27
1.10.	ছায়ার ইঙ্গিত	29

1.01. সীমান্তের কুয়াশা

সাবা, ভারত-পাকিস্থান সীমান্তের কোলঘেঁষা ভারতের এক নিভৃত গ্রাম , এখানে কুয়াশা আর পাহাড়ি বাতাস প্রতিদিনের আবহাওয়া তৈরি করে। গ্রামের মানুষ সরল, কৃষিকাজ ও পশুপালনেই তাদের জীবিকা, তবুও উৎসব, গান আর প্রার্থনায় তারা জীবনকে উজ্জ্বল রাখে। সন্ধ্যার পর পাহাড়ি পথে অচেনা শব্দ শোনা যায়, দূরে সেনা টহলের আলো ঝলকানি দেখা যায়। কাছেই *দেহরা কি*

গলি—পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার এক মনোরম গিরিপথ, ঘন বনভূমি ও শীতকালে তুষারাবৃত দৃশ্যের জন্য পরিচিত। ভারতের সেনাবাহিনী সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন রাজৌরি ও পুঞ্চকে রক্ষা করে উন্নত নজরদারি ও টহলের মাধ্যমে। পাহাড়ি পথ ও বনভূমির জটিল ভূগোল সত্ত্বেও তারা নিয়মিত এলাকা আধিপত্য টহল চালায় এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখা দিলে কর্ডন ও সার্চ অপারেশন পরিচালনা করে। সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানি ড্রোন

1: সাবা গ্রাম

অনুপ্রবেশের ঘটনায় সেনারা গুলি চালিয়ে প্রতিহত করেছে এবং অ্যান্টি ড্রোন প্রযুক্তি সক্রিয় করেছে। স্থানীয় সূত্র ও গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করে সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হয়। শীতকালে তুষারাবৃত অঞ্চলেও সেনারা মোতায়েন থাকে, যাতে কোনো ফাঁক না থাকে। এভাবেই সেনারা সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সকালবেলার আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সাবা গ্রামের কাঁচা রাস্তা আর কুঁড়েঘরের ওপর। মাটির গন্ধে ভরা

বাতাসে ভোরের নীরবতা, শুধু দূরে শোনা যায় গরুর ঘন্টার শব্দ আর মানুষের হাঁকডাক। শিশুরা ঘুম থেকে উঠছে, কেউ দৌড়ে যাচ্ছে পুকুরের ধারে, কেউ মায়ের হাত ধরে বাজারের দিকে। মাঠে কৃষকরা লাঙল নিয়ে বেরিয়েছে, নারীরা কলস হাতে নদীর ঘাটে যাচ্ছে।

সবকিছু যেন স্বাভাবিক, কিন্তু আকাশে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা কালো ছায়া সবাইকে থমকে দেয়। কেউ সরাসরি তাকায় না, কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়—তবু সবাই জানে, সেই ছায়া ড্রোনের। গ্রামের

সকাল তাই আর শুধু সকাল নয়, বরং এক অদৃশ্য নজরদারির ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকা।

1.02. অচেনা গ্রাম

সাবা গ্রামের লোকেরা ওদের নিজেদের গ্রামটাকে কখনোই ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না , ওদের মনে হয় এই গ্রামের মধ্যে দুটো দেশের লোকই আছে , যেন এক অদ্ভুত গ্রাম —বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এই গ্রাম একটা খুব উন্নত এবং আধুনিক গ্রাম, কিন্তু ভেতরে লুকিয়ে আছে অনেক ভয়ঙ্কর কালো

অতীত। এই গ্রামের আসল পরিচয় এই গ্রামে প্রবেশ করার পরে বুঝতে পাওয়া যায়; সীমান্তের বেড়া জাল লাগার আগে এই গ্রামে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল না। ধীরে ধীরে এই গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সামাজিক কল্যাণের সব রকম সুযোগ সুবিধা তৈরি হয়েছে। ইদানিং কালে বহু মানুষ এই গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে পড়াশুনো করে আবার এই গ্রামে ফায়ার এসেছেন । বেশিরভাগ মানুষ এখানে সাধারণ কৃষক ও শিক্ষক, যারা তাকে সততা ও অধ্যবসায় শিখিয়েছে,

কিন্তু সীমান্তের সংঘাত তাদের জীবনে গভীর ক্ষত রেখে গেছে। ছোটবেলায় স্থানীয় এক গুন্ডার হাতে ওর ভাই, বোন, বাবা মা সবাই আগুনে পুড়ে মারা গেছিলো। ও তখন ৫ বছরের ছিল। পরে এক স্থানীয় গুন্ডার আড্ডায় ও বোরো হয়েছিল । ইতিহাসই এই গ্রামের মানুষের মানসিকতাকে কঠিন করেছে। এখন মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশে সে সীমান্ত পার হচ্ছে, ছায়ার আদেশ মেনে। তার গন্তব্য সাবা গ্রাম—একটি নিভৃত জনপদ, যেখানে কুয়াশা, পাহাড়ি বাতাস, আর

দেহরা কি গলির রহস্যময় পথ তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই গ্রামে প্রবেশ করেই শুরু হবে তার কাজ , মাস্টারমিনদের নির্দেশ মতো তাকে কাজ করে যেতে হবে। দেহরা কি গলির রহস্যময় পথ এর নির্দেশ সে মাস্টারমিনদের লোকের থেকেই পেয়েছিল। এই পথ নাকি সাধারণ মানুষ জানে না। সীমান্তের চেনা পরিচিত লোক শুধু এই পথের খবর জানে। এই পথ দিয়ে এই গ্রামের ভেতরে ঢোকা ওতো সহজ কাজ নয়। কতগুলো সংকেত চিহ্ন আছে। সেগুলো ধরে এগিয়ে

1: সাবা গ্রাম

গেলেই তবে সাবা গ্রামে ঢোকা যায়। একটু যদি এদিক-ওদিক হয় তাহলেই হয় সীমান্তবর্তী সিপাহীদের গুলি খেয়ে মরতে হবে নয়তো খাড়ি থেকে প্রায় দুশো মিটার নিচে জঙ্গলে সমাধি হবে , আর এই সব থেকে যদি বেঁচেও যায় তাহলে সাঁপ আর নেকড়ের হাত থেকে তো বাঁচার কোনো চান্সই নেই।দিনের বেলা আসার তো কোনো প্রশ্নই নেই কারণ সীমান্তের প্রহরীরা এই সময় একটা পাখিও যদি এদিক থেকে ওদিকে যায় তাহলে দেখে

ফেলে। রাতেরবেলা ওই সব পথের নির্দেশ ধরে চলা খুবই কঠিন কাজ।

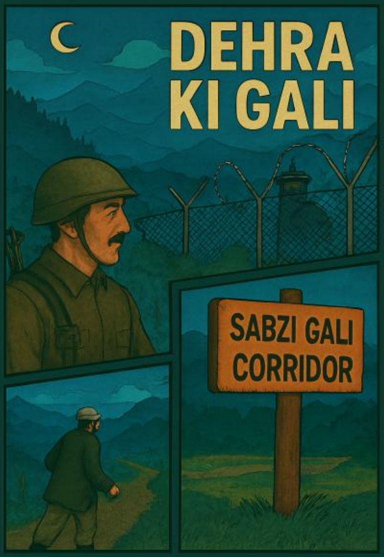
DEHRA
KI GALI
SABZI GALI
CORRIDOR

1.03. ছদ্ম পরিচয়

রায়েদ সীমান্ত পেরিয়ে সাবা গ্রামে প্রবেশ করে এক নতুন মুখোশে—সে আর কোনো অভিযাত্রী বা গুপ্তচর নয়, বরং একজন সাধারণ শিক্ষক ও সমাজকর্মী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের মানুষের কাছে সে শিক্ষার আলো ছড়াতে এসেছে, কৃষিকাজে সাহায্য করছে, শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিচ্ছে। তার পোশাক, ভাষা ও আচরণ সবই স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়, যাতে কেউ সন্দেহ না করে। এই ছদ্ম পরিচয়ের

আড়ালে রায়েদ মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশ পালন করছে, তথ্য সংগ্রহ করছে এবং ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর আস্থা অর্জন করছে। কিন্তু তার অন্তরে সবসময় দ্বন্দ্ব—মানবিক সম্পর্ক নাকি গোপন মিশন।

1.04. প্রথম সাক্ষাৎ

সাবা গ্রামের নিভৃত পথে রায়েদের প্রথম দেখা হয় সায়রার সঙ্গে। কুয়াশা ভেদ করে যখন সে গ্রামে প্রবেশ করে, তখনই সায়রা তাকে লক্ষ্য করে—একজন অচেনা মানুষ, কিন্তু চোখে অদ্ভুত দ্বিধা। সায়রা, গ্রামের ডাক্তার, তার হাতে ওষুধের ঝোলা

নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আর রায়েদ ছদ্ম পরিচয়ে নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দেয়। তাদের কথোপকথন সংক্ষিপ্ত হলেও গভীর—সায়রার কণ্ঠে মানবিকতা, আর রায়েদের ভেতরে লুকানো গোপন মিশনের ছায়া। এই প্রথম সাক্ষাৎই গল্পে এক সূক্ষ্ম বন্ধনের সূচনা করে, যেখানে আস্থা ও সন্দেহ পাশাপাশি জন্ম নেয়।

1.05. গোপন বার্তা

রায়েদ যখন সাবা গ্রামে ধীরে ধীরে নিজের ছদ্ম পরিচয়কে দৃঢ় করছে, ঠিক তখনই তার কাছে পৌঁছায় এক গোপন বার্তা।

রাতের অন্ধকারে, কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক অচেনা দূত তাকে হাতে ধরিয়ে দেয় ছোট্ট কাগজের টুকরো, যেখানে মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশ স্পষ্ট—পরবর্তী পদক্ষেপে তাকে গ্রামবাসীর আস্থা আরও গভীর করতে হবে এবং নির্দিষ্ট কয়েকজনের গতিবিধি নজরে রাখতে হবে। বার্তাটি সংক্ষিপ্ত হলেও ভয়ঙ্করভাবে নির্দিষ্ট, যেন ছায়ার আড়াল থেকে কেউ তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করছে। রায়েদ কাগজটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, কিন্তু তার মনে থেকে যায় সেই নির্দেশের

ভার—মানবিক সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গোপন মিশনের ছায়া।

1.06. অপরাধের ছায়া

সাবা গ্রামের নিভৃত পরিবেশে রায়েদ যখন ধীরে ধীরে নিজের ছদ্ম পরিচয়কে দৃঢ় করছে, তখনই অদৃশ্যভাবে ভেসে ওঠে অরিন্দম সেনের ছায়া। তিনি সরাসরি সামনে আসেন না, বরং দূর থেকে নজর রাখেন—কখনও পাহাড়ি পথের ধারে, কখনও সেনা টহলের আড়ালে। তার উপস্থিতি যেন এক অদৃশ্য চাপ, যা রায়েদের প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ

1: সাবা গ্রাম

করে। গ্রামবাসী জানে না, কিন্তু রায়েদ অনুভব করে কেউ তাকে পর্যবেক্ষণ করছে। অরিন্দমের ছায়া গল্পে রহস্যের আবহ তৈরি করে—সে কি সহযোগী, নাকি প্রতিপক্ষ? এই অনিশ্চয়তাই রায়েদের মিশনকে আরও জটিল ও টানটান করে তোলে।

1.07. বিশ্বাসের পরীক্ষা

সাবা গ্রামে রায়েদ ধীরে ধীরে মানুষের আস্থা অর্জন করতে শুরু করে, কিন্তু সেই আস্থাই তার জন্য হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। একদিন গ্রামের প্রবীণরা তাকে কৃষিকাজে সাহায্য করতে বলেন, আর শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বলেন—এখানেই তার মানবিকতা প্রমাণের সুযোগ। কিন্তু একই সময়ে মাস্টারমাইন্ডের গোপন নির্দেশ তাকে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে নজরে রাখতে বলে। ফলে রায়েদকে দ্বন্দ্বে পড়তে হয়—

গ্রামবাসীর চোখে একজন সৎ শিক্ষক হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য হওয়া, নাকি ছায়ার আদেশ মেনে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো। এই দ্বৈত অবস্থাই তার চরিত্রকে আরও জটিল করে তোলে এবং গল্পে উত্তেজনা বাড়ায়।

1.08. অন্তর্দ্বন্দ্ব

রায়েদের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন তার প্রতিটি পদক্ষেপে ছায়ার মতো লেগে থাকে। একদিকে মাস্টারমাইন্ডের কঠোর নির্দেশ—গ্রামবাসীর আস্থা অর্জন করে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, অন্যদিকে সায়রার মানবিকতা ও গ্রামবাসীর সরল

বিশ্বাস তাকে নাড়া দেয়। তার শৈশবের শিক্ষা ও পরিবারের সততার আদর্শ তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে প্রতারণা ভুল, কিন্তু মিশনের চাপ তাকে সেই আদর্শ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। প্রতিটি মুহূর্তে সে প্রশ্ন করে—সে কি সত্যিই একজন শিক্ষক, নাকি ছদ্মবেশী গুপ্তচর? এই দ্বৈত অবস্থাই তার চরিত্রকে জটিল করে তোলে এবং গল্পে গভীর উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

ভয় পেও না, শিক্ষা আমাদে মক্তি!
মসানমা জানাজোবে অভিয়ানর কোডনেইম যে "ছায়া"—
ছায়া
আমি কি সতাহি অল্লাহর পযে অছি?

1.09. প্রথম বিপদ

সাবা গ্রামে রায়েদের ছদ্ম পরিচয় ধীরে ধীরে দৃঢ় হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই তার সামনে আসে প্রথম বিপদ। এক সন্দেহপ্রবণ গ্রামবাসী লক্ষ্য করে যে রায়েদের কথাবার্তা ও আচরণে কিছু অমিল আছে—কখনও তার উচ্চারণে বাইরের ছাপ, কখনও তার অজানা প্রশ্নে অস্বাভাবিক কৌতূহল। সেই গ্রামবাসী প্রকাশ্যে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, আর চারপাশে জড়ো হয় আরও মানুষ। রায়েদকে দ্রুত বুদ্ধি খাটিয়ে পরিস্থিতি

সামলাতে হয়—শিক্ষকের ছদ্ম পরিচয়কে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, অথবা সায়রার মানবিক আস্থাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা। এই মুহূর্তেই তার মিশন প্রথমবারের মতো ভেঙে পড়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

1.10. ছায়ার ইঙ্গিত

রাতের গভীর নীরবতায় সাবা গ্রাম হঠাৎই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দূরে পাহাড়ের গা থেকে ভেসে আসে ড্রোনের গুঞ্জন, আর আকাশে ক্ষণিকের জন্য দেখা যায় অচেনা আলোর ঝলকানি। গ্রামবাসী আতঙ্কে ঘরে

আশ্রয় নেয়, কিন্তু রায়েদ বুঝতে পারে—এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়, বরং মাস্টারমাইন্ডের ছায়া তার চারপাশে ঘনিয়ে আসছে। সেই ইঙ্গিত যেন তাকে সতর্ক করে দেয়, সামনে আরও কঠিন নির্দেশ আসছে। সায়রার মানবিক উপস্থিতি তাকে শান্ত করতে চায়, অথচ অরিন্দম সেনের অদৃশ্য নজরদারি এই মুহূর্তকে আরও রহস্যময় করে তোলে। ছায়ার ইঙ্গিতই গল্পকে নতুন উত্তেজনার দিকে ঠেলে দেয়।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

সায়রা

সূচীপত্র

2.01.	প্রথম সকাল	35
2.02.	শিক্ষকের মুখোশ	37
2.03.	শিশুদের হাসি	39
2.04.	অভিভাবকদের সন্দেহ	41
2.05.	সায়রার সহায়তা	45
2.06.	গোপন নোটবুক	49
2.07.	প্রথম পাঠ	52
2.08.	অরিন্দমের নজরদারি	56
2.09.	বিশ্বাস বনাম নির্দেশ	59
2.10.	অপ্রত্যাশিত সংকেত	62

2.01. প্রথম সকাল

সাবা গ্রামের স্কুলের আঙিনা। কুয়াশা ভেদ করে রায়েদ প্রবেশ করছে। শিশুরা খাতা-পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শিশু ১ (ফিসফিস করে): দেখো দেখো, নতুন শিক্ষক এসেছেন!

শিশু ২: তার ব্যাগটা কত বড়, ভেতরে কত বই আছে কে জানে।

শিশু ৩ (সন্দেহভরে): কিন্তু তার কথা বলার ভঙ্গি একটু আলাদা লাগছে না?

[রায়েদ মৃদু হাসি দিয়ে এগিয়ে আসে।]

রায়েদ: শুভ সকাল, বাচ্চারা। আজ থেকে আমি তোমাদের পড়াবো। আমরা একসাথে গল্প শিখব, অঙ্ক করব, আর গানও গাইব।

[শিশুরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কেউ হাসে, কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।]

শিশু ৪: আপনি কোথা থেকে এসেছেন, স্যার?

রায়েদ (দ্বিধা লুকিয়ে): আমি দূরের শহর থেকে এসেছি, কিন্তু এখন তোমাদের সাথেই থাকব।

[সায়রা দূর থেকে দৃশ্যটি লক্ষ্য করছে, চোখে মৃদু আস্থা।]

সায়রা (নিজের মনে): এই মানুষটা কি সত্যিই শিক্ষক, নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে?

[অরিন্দমের অদৃশ্য ছায়া যেন চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, দর্শক বুঝতে পারে কেউ নজর রাখছে।]

বর্ণনাকারী: এই প্রথম সকালেই শুরু হলো আস্থা আর সন্দেহের খেলা—যেখানে প্রতিটি হাসি, প্রতিটি প্রশ্ন রায়েদের ছদ্ম পরিচয়কে পরীক্ষা করবে।

2.02. শিক্ষকের মুখোশ

[দৃশ্য: সাবা গ্রামের স্কুলের শ্রেণিকক্ষ। শিশুরা মাটিতে বসে আছে, রায়েদ সামনে দাঁড়িয়ে।]

শিশু ১: স্যার, আপনি আমাদের কী পড়াবেন?

রায়েদ (হাসি দিয়ে): আজ আমরা অক্ষর শিখব, আর গল্প বলব। শিক্ষা শুধু বই নয়, জীবনও শেখায়।

শিশু ২ (সন্দেহভরে): কিন্তু স্যার, আপনার কথা বলার ভঙ্গি আমাদের গ্রামের মতো নয়।

রায়েদ (দ্বিধা লুকিয়ে): আমি দূরের শহরে বড় হয়েছি, তাই হয়তো একটু আলাদা শোনাচ্ছে। তবে এখন থেকে আমি তোমাদেরই একজন।

[শিশুরা ধীরে ধীরে স্বস্তি পায়, কেউ খিলখিল করে হাসে।]

শিশু ৩: আপনি গান জানেন? আমাদের একটা গান শিখিয়ে দিন।

রায়েদ: অবশ্যই, গান দিয়ে আমরা একসাথে শিখব।

[সায়রা বাইরে থেকে দৃশ্যটি লক্ষ্য করছে, তার চোখে মৃদু আস্থা ও প্রশ্নের ছায়া।]

সায়রা (নিজের মনে): এই মানুষটা কি সত্যিই শিক্ষক, নাকি অন্য কোনো মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে?

বর্ণনাকারী: এভাবেই রায়েদ তার ছদ্ম পরিচয়কে দৃঢ় করে, শিশুদের আস্থা অর্জন করে। কিন্তু প্রতিটি হাসি ও প্রতিটি প্রশ্নের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তার আসল পরিচয়ের গোপন চাপ।

2.03. শিশুদের হাসি

[দৃশ্য: সাবা গ্রামের স্কুলের আঙিনা। রোদ ঝলমলে দুপুর, শিশুরা খেলার ছলে পড়াশোনা করছে।]

শিশু ১ (হাসতে হাসতে): স্যার, আপনি আমাদের নাম ভুল করে ফেললেন!

রায়েদ (মৃদু হাসি দিয়ে): আহা, ভুল তো মানুষেরই হয়। তবে আমি প্রতিদিন তোমাদের নাম শিখব।

শিশু ২: স্যার, আপনি কি আমাদের গল্প বলবেন?
রায়েদ: অবশ্যই। গল্পের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে শিক্ষা। আজ আমি তোমাদের এক সাহসী ছেলের গল্প বলব।
[শিশুরা খিলখিল করে হাসে, কেউ হাততালি দেয়।]
শিশু ৩: স্যার, আপনি গানও জানেন না? আমাদের একটা মজার গান শোনান।
রায়েদ (হালকা দ্বিধা লুকিয়ে): হ্যাঁ, গানও জানি। তবে তোমাদের সাথেই গাইব।
[শিশুরা একসাথে গান ধরলে আঙিনা ভরে ওঠে হাসি আর কোলাহলে।]

সায়রা (দূর থেকে দেখে, মনে মনে): এই হাসি কি সত্যিই শিক্ষকের, নাকি ছদ্ম পরিচয়ের আড়ালে লুকানো কোনো রহস্য?
বর্ণনাকারী: শিশুদের হাসি রায়েদের মুখোশকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে, কিন্তু তার অন্তরে লুকিয়ে থাকে অদৃশ্য দ্বন্দ্ব—আস্থা অর্জন নাকি গোপন মিশন।

2.04. অভিভাবকদের সন্দেহ

[দৃশ্য: সাবা গ্রামের স্কুলের বারান্দা। দুপুরের পর অভিভাবকরা জড়ো হয়েছে, রায়েদ শিশুদের পড়াচ্ছে।]
অভিভাবক ১ (চোখ কুঁচকে): এই মানুষটা হঠাৎ কোথা থেকে এল? আগে তো কখনও দেখিনি।

অভিভাবক ২: বলছে শহর থেকে এসেছে, কিন্তু তার উচ্চারণে অদ্ভুত ছাপ আছে।
অভিভাবক ৩ (সন্দেহভরে): আমাদের সন্তানদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে তাকে ভালোভাবে যাচাই করা দরকার।
[রায়েদ অভিভাবকদের দিকে শান্তভাবে তাকায়।]
রায়েদ: আমি শুধু চাই আপনার সন্তানরা পড়াশোনায় এগিয়ে যাক। আমি শিক্ষক হিসেবে এসেছি, আর আমার কাজই হবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়া।
অভিভাবক ১ (কণ্ঠে দ্বিধা): কিন্তু আপনি হঠাৎই এলেন, কোনো পরিচয়পত্র বা সুপারিশ ছাড়া।

রায়েদ (মুখোশ ধরে রেখে): আমি জানি আপনারা চিন্তিত। সময়ই প্রমাণ করবে আমি আপনাদের আস্থা অর্জন করতে পারি।

[সায়রা এগিয়ে এসে অভিভাবকদের শান্ত করে।]

সায়রা: আমি তাকে দেখেছি, শিশুদের প্রতি তার আচরণে আন্তরিকতা আছে। সন্দেহ থাকতেই পারে, কিন্তু সুযোগ দেওয়া উচিত।

বর্ণনাকারী: অভিভাবকদের সন্দেহ রায়েদের ছদ্ম পরিচয়কে প্রথমবারের মতো কঠিন পরীক্ষায় ফেলে। আস্থা অর্জনের লড়াই এখান থেকেই শুরু হয়।

2.05. সায়রার সহায়তা

[দৃশ্য: স্কুলের ভেতর। অভিভাবকদের সন্দেহের পর রায়েদ কিছুটা অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। শিশুরা চুপচাপ তাকিয়ে আছে।]

রায়েদ (মৃদু কণ্ঠে): আমি চাই শুধু তোমাদের সন্তানরা পড়াশোনায় এগিয়ে যাক… কিন্তু মনে হচ্ছে সবাই আমাকে বিশ্বাস করছে না।

[সায়রা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, হাতে ওষুধের ঝোলা। তার চোখে দৃঢ়তা।]

সায়রা: সবাই শুনুন। আমি এই মানুষটিকে কাছ থেকে দেখেছি। শিশুদের প্রতি তার আচরণে আন্তরিকতা আছে। সন্দেহ থাকতেই পারে, কিন্তু সুযোগ দেওয়া উচিত।

অভিভাবক ১ (দ্বিধা নিয়ে): তুমি বলছো, সায়রা? তুমি তো আমাদের গ্রামের ডাক্তার, তোমার কথায় আস্থা আছে।
অভিভাবক ২: যদি তুমি তাকে সমর্থন করো, তবে আমরা আরেকটু সময় দেব।

[শিশুরা খিলখিল করে হাসে, কেউ বলে—]
শিশু ৩: স্যার, আজ আমাদের গল্প শোনান!

[রায়েদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।]
রায়েদ: ঠিক আছে, আজ তোমাদের সাহসের গল্প শোনাবো।

বর্ণনাকারী: সায়রার সহায়তায় রায়েদ আবার আস্থা ফিরে পায়। কিন্তু তার অন্তরে থেকে যায় প্রশ্ন—এই আস্থা কি সত্যিই স্থায়ী হবে, নাকি ছায়ার নির্দেশ একদিন সবকিছু ভেঙে দেবে?

2.06. গোপন নোটবুক

[দৃশ্য: স্কুলের শ্রেণিকক্ষ ফাঁকা। দুপুরের পর সবাই চলে গেছে। রায়েদ একা বসে আছে, টেবিলের ওপর একটি পুরনো নোটবুক খুলে।]

রায়েদ (নিজের মনে ফিসফিস করে): এই নোটবুকই আমার আসল অস্ত্র··· শিশুদের পাঠের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে মিশনের তথ্য।

[সে দ্রুত কিছু অক্ষর লিখে, তারপর পাতার ভেতর গোপন সংকেত আঁকে।]

রায়েদ: মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশ অনুযায়ী, আজ থেকে প্রতিটি নাম, প্রতিটি অভিভাবকের গতিবিধি এখানে লিপিবদ্ধ হবে।

[হঠাৎ দরজার কাছে সায়রা দাঁড়িয়ে যায়।]

সায়রা: কী লিখছেন স্যার? এত মনোযোগ দিয়ে?

রায়েদ (চমকে উঠে, নোটবুক বন্ধ করে): ওহ… শিশুদের পড়াশোনার পরিকল্পনা। আগামী সপ্তাহে তাদের নতুন পাঠ শেখাতে হবে।

সায়রা (হালকা হাসি দিয়ে): ভালোই তো। আমি চাই তারা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখুক।

[সায়রা চলে গেলে রায়েদ আবার নোটবুক খুলে, চোখে দ্বিধা ও চাপ।]
রায়েদ (নিজের মনে): এই নোটবুক যদি কারও হাতে পড়ে… সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী: গোপন নোটবুক রায়েদের ছদ্ম পরিচয়ের আসল ভিত্তি। এর প্রতিটি পাতায় লুকিয়ে থাকে আস্থা আর বিশ্বাসঘাতকতার সূক্ষ্ম রেখা।

2.07. প্রথম পাঠ

[দৃশ্য: সাবা গ্রামের স্কুলের শ্রেণিকক্ষ। শিশুরা মাটিতে বসে আছে, রায়েদ সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে একটি পুরনো বই।]

রায়েদ (হাসি দিয়ে): আজ আমাদের প্রথম পাঠ। অক্ষর দিয়ে শুরু করব। অক্ষর মানে শুধু শব্দ নয়, জীবনের দরজা খোলার চাবি।

শিশু ১ (কৌতূহলী): স্যার, অক্ষর দিয়ে কি আমরা গল্প বানাতে পারব?
রায়েদ: অবশ্যই। অক্ষর দিয়ে গল্প, গান, আর স্বপ্ন—সবই তৈরি হয়।

শিশু ২ (হাসতে হাসতে): তাহলে আমরা আজই একটা গল্প বানাবো!
রায়েদ (মৃদু হাসি): হ্যাঁ, তবে আগে অক্ষর চিনতে হবে। দেখো, এ হলো 'ক'।

[শিশুরা একসাথে আওড়ায়: "ক"। আঙিনা ভরে ওঠে তাদের কণ্ঠে।]
শিশু ৩: স্যার, আপনি আমাদের গানও শিখিয়ে দিন।
রায়েদ: ঠিক আছে, অক্ষরের সাথে গান মিলিয়ে শিখব।

[শিশুরা হাততালি দিয়ে গান ধরলে শ্রেণিকক্ষ ভরে ওঠে হাসি আর কোলাহলে।]

সায়রা (দূর থেকে দেখে, মনে মনে): এই মানুষটা সত্যিই শিশুদের মন জয় করছে… কিন্তু তার চোখে লুকিয়ে আছে অন্য এক ছায়া।

বর্ণনাকারী: প্রথম পাঠে শিশুদের হাসি আর কণ্ঠে আস্থা জন্ম নেয়, অথচ রায়েদের অন্তরে থেকে যায় গোপন মিশনের ভার।

2.08. অরিন্দমের নজরদারি

[দৃশ্য: স্কুলের বাইরে। বিকেলের আলো ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে। শিশুরা বাড়ি ফিরে গেছে। রায়েদ একা বসে নোটবুক লিখছে।]

[দূরে পাহাড়ের ধারে অরিন্দম সেন দাঁড়িয়ে আছে, ছায়ার মতো। তার চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।]

অরিন্দম (নিজের মনে): এই মানুষটা কে? গ্রামের শিক্ষক নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে? প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করছি।

[রায়েদ হঠাৎ অনুভব করে কেউ তাকে দেখছে। সে চারপাশে তাকায়, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না।]

রায়েদ (মনে মনে): অদ্ভুত… যেন কেউ আমার প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করছে।

[সায়রা স্কুলের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।]

সায়রা: স্যার, আপনি এখনও লিখছেন? এত রাত হয়ে যাচ্ছে।

রায়েদ (চমকে উঠে): হ্যাঁ… শিশুদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করছি।

[অরিন্দম ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মুখে রহস্যময় হাসি।]
অরিন্দম (নিজের মনে): সময় আসছে। সত্য প্রকাশ পাবে।

বর্ণনাকারী: অরিন্দমের অদৃশ্য নজরদারি রায়েদের ছদ্ম পরিচয়কে আরও টানটান করে তোলে। আস্থা আর সন্দেহের মাঝেই শুরু হয় নতুন দ্বন্দ্ব।

2.09. বিশ্বাস বনাম নির্দেশ

[দৃশ্য: স্কুলের শ্রেণিকক্ষ। শিশুরা আনন্দে পড়াশোনা করছে। রায়েদ তাদের সঙ্গে গল্প বলছে। বাইরে সায়রা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ রায়েদ মনে মনে মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশ মনে করে।]

রায়েদ (নিজের মনে): মাস্টারমাইন্ড বলেছে নির্দিষ্ট কয়েকজন অভিভাবকের গতিবিধি নজরে রাখতে হবে… কিন্তু এরা তো আমাকে বিশ্বাস করছে। আমি কি সেই বিশ্বাস ভাঙব?

শিশু ১: স্যার, আপনি আমাদের সত্যিই ভালোবাসেন তো?
রায়েদ (মুখে হাসি, অন্তরে দ্বিধা): অবশ্যই, তোমাদের ভবিষ্যৎই আমার স্বপ্ন।

[সায়রা এগিয়ে এসে মৃদু কণ্ঠে বলে:]
সায়রা: আপনি শিশুদের প্রতি আন্তরিক। গ্রামের মানুষও ধীরে ধীরে আপনাকে বিশ্বাস করছে।

[রায়েদ চুপ করে থাকে, চোখে দ্বন্দ্বের ছায়া।]
রায়েদ (নিজের মনে): আমি কি মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশ মানব, নাকি এই মানুষের আস্থা রক্ষা করব?

[দূরে অরিন্দম ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে, সবকিছু লক্ষ্য করছে।]
অরিন্দম (নিজের মনে): বিশ্বাস আর নির্দেশের সংঘাতই তার আসল পরীক্ষা।

বর্ণনাকারী: এই মুহূর্তে রায়েদ দাঁড়িয়ে আছে দুই পথের মাঝে—একদিকে গ্রামবাসীর আস্থা, অন্যদিকে গোপন মিশনের কঠোর নির্দেশ। কোন পথ বেছে নেবে সে, সেটাই নির্ধারণ করবে তার ভবিষ্যৎ।

2.10. অপ্রত্যাশিত সংকেত

[দৃশ্য: স্কুলের আঙিনা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। শিশুরা বাড়ি চলে গেছে, রায়েদ একা বসে নোটবুক লিখছে। হঠাৎ বাতাসে অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসে।]

রায়েদ (চমকে উঠে): এ কী শব্দ? যেন আকাশে কিছু উড়ছে…

[দূরে পাহাড়ের গা থেকে ভেসে আসে অচেনা আলোর ঝলকানি।]

সায়রা (দৌড়ে এসে): স্যার, দেখলেন? আকাশে অদ্ভুত আলো! গ্রামবাসী ভয় পাচ্ছে।

রায়েদ (দ্বিধা লুকিয়ে): হ্যাঁ… কিন্তু হয়তো এটা কোনো যন্ত্র বা সংকেত।

[অভিভাবক ১ আতঙ্কে বলে:]

অভিভাবক ১: এটা কি কোনো বিপদের ইঙ্গিত? আমাদের সন্তানরা কি নিরাপদ?

অভিভাবক ২: গ্রামের বাইরে কেউ নজর রাখছে না তো?

[রায়েদ শান্ত করার চেষ্টা করে।]

রায়েদ: সবাই শান্ত থাকুন। আমি দেখছি কী হচ্ছে।

[দূরে অরিন্দম ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে, চোখে রহস্যময় দৃষ্টি।]
অরিন্দম (নিজের মনে): সংকেত পৌঁছে গেছে। এখন খেলা আরও জটিল হবে।

বর্ণনাকারী: এই অপ্রত্যাশিত সংকেতই সাবার স্কুলের আস্থার পরিবেশকে ভেঙে দেয়। রায়েদ বুঝতে পারে—তার ছদ্ম পরিচয় আর মিশন এখন নতুন বিপদের মুখে।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

64,33,62,35,60,37,58,39,56,41,5 4,43,52,45,50,47,36,61,34,63,40, 57,38,59,44,53,42,55,48,49,46,5 1

রায়াদের জীবন

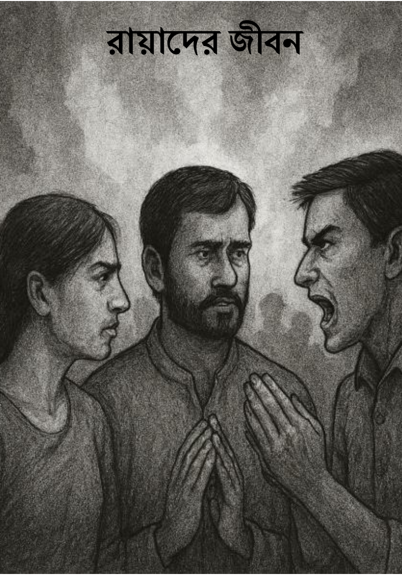

সূচীপত্র

3.1.	অভিযোগের আগুন	67
3.2.	সন্দেহের ছায়া	69
3.3.	সায়রার প্রতিরোধ	72
3.4.	শিশুদের কণ্ঠ	75
3.5.	অরিন্দমের ফাঁদ	78
3.6.	গোপন সাক্ষাৎ	81
3.7.	রায়েদের দ্বন্দ্ব	85
3.8.	গ্রামবাসীর উত্তেজনা	88
3.9.	সত্যের ইঙ্গিত	91
3.10.	বিশ্বাসের পরীক্ষা	94

3.01. অভিযোগের আগুন

[দৃশ্য: গ্রামের সভা। অরিন্দম দাঁড়িয়ে অভিযোগ করছে।] অরিন্দম: রায়েদ আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। তার নথি প্রমাণ করছে সে মাস্টারমাইন্ডের লোক। অভিভাবক ১: আমরা কি এতদিন ভুল মানুষকে বিশ্বাস করেছি? অভিভাবক ২: কিন্তু সে তো শিশুদের পড়াচ্ছে… অভিভাবক ৩: তার মুখে আন্তরিকতা আছে, কিন্তু প্রমাণ অন্য কথা বলছে। রায়েদ: আমি প্রতারণা

করতে আসিনি। আমি শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়তে চাই। অভিভাবক ৪: কিন্তু তুমি নিজেই স্বীকার করেছো মাস্টারমাইন্ডের নির্দেশে এসেছিলে। সায়রা: অভিযোগ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু সত্যকে পুড়িয়ে ফেলতে পারবে না। অরিন্দম: তুমি যতই অস্বীকার করো, প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে। রায়েদ: আমি আমার অতীত লুকাচ্ছি না। আমি বদলেছি। অভিভাবক ৫: আমরা কি তাকে

বিশ্বাস করব? অভিভাবক ৬: যদি সে আবার প্রতারণা করে? রায়েদ: আমি শিশুদের জন্য লড়ছি, এটাই আমার সত্য। সায়রা: তার সাহসই প্রমাণ করছে সে বদলেছে।

3.02 সন্দেহের ছায়া

[দৃশ্য: গ্রামবাসীরা ফিসফিস করছে।] অভিভাবক ৪: তার মুখে আন্তরিকতা আছে, কিন্তু নথি অন্য কথা বলছে। অভিভাবক ৫: আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব, নাকি তাড়িয়ে দেব?

অভিভাবক ৬: শিশুদের ভবিষ্যৎ কি তার হাতে নিরাপদ? সায়রা: আমি দেখেছি সে বদলেছে। সন্দেহের ছায়া সত্যকে ঢাকতে পারে না। রায়েদ: আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, লুকিয়ে নয়। অভিভাবক ৭: কিন্তু মাস্টারমাইন্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক? রায়েদ: অতীত আমাকে তাড়া করে, কিন্তু আমি আর তাদের খেলায় পুতুল নই। সায়রা: আমরা যদি তাকে সুযোগ দিই, সে প্রমাণ করবে।

অভিভাবক ৮: সুযোগ দিলে যদি আমরা ধ্বংস হই? রায়েদ: আমি শিশুদের জন্য লড়ছি, এটাই আমার সত্য। অভিভাবক ৯: কিন্তু অরিন্দম বলছে সে বিপদ। সায়রা: অরিন্দমের সন্দেহ আমাদের বিভ্রান্ত করছে। রায়েদ: আমি সত্য বলব, যাতে আর কোনো সন্দেহ না থাকে। অভিভাবক ১০: আমরা কি তার কথা শুনব? গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): দ্বিধা আরও গভীর হচ্ছে।

3.03 সায়রার প্রতিরোধ

[দৃশ্য: সভার মাঝখানে সায়রা উঠে দাঁড়ায়।] সায়রা: আমি প্রতিবাদ করছি। রায়েদ প্রতারক নয়। সে শিশুদের জন্য কাজ করছে। অরিন্দম: তোমার এই সমর্থন আমাদের গ্রামকে বিপদে ফেলছে। সায়রা: আমি ভয় পাই না। আমি তার পাশে থাকব। অভিভাবক ৯: তুমি কি নিশ্চিত সে বদলেছে? সায়রা: আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। রায়েদ: তোমার এই সাহসই

আমার শক্তি। অরিন্দম: তুমি আবেগে বিভ্রান্ত হচ্ছো। সায়রা: আবেগ নয়, বিশ্বাস। অভিভাবক ১০: আমরা কি তার কথা শুনব? গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): তার সাহস কি সত্যিই আমাদের রক্ষা করবে? সায়রা: আমি যদি ভুল হই, তবে আমাকেও তাড়িয়ে দাও। রায়েদ: আমি তোমার পাশে থাকব, যাই হোক না কেন। অরিন্দম: তোমাদের এই একতা আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। সায়রা: ধ্বংস নয়, মুক্তি।

3.04 শিশুদের কণ্ঠ

[দৃশ্য: স্কুলের আঙিনা। শিশুরা ফিসফিস করছে।] শিশু ১: সে কি সত্যিই মাস্টারমাইন্ডের লোক? শিশু ২: কিন্তু সে তো আমাদের ভালোবাসে। শিশু ৩: মা বলেছে তাকে বিশ্বাস করা বিপদ হতে পারে। শিশু ৪: আমরা কি তাকে প্রশ্ন করব? রায়েদ: আমি তোমাদের জন্যই এখানে আছি। আমার অতীত ভুল ছিল, কিন্তু আমি বদলেছি। শিশু ২:

আমরা আপনাকে ভালোবাসি, স্যার। কিন্তু সবাই সন্দেহ করছে… আমরা কী করব? সায়রা: তোমরা শুধু মনে রেখো—যে মানুষ তোমাদের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছে, সে কখনও তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না। শিশু ৫: তাহলে আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? শিশু ৬: আমি বিশ্বাস করি। শিশু ৭: কিন্তু যদি অরিন্দম ঠিক হয়? রায়েদ: আমি তোমাদের সামনে সত্য বলেছি। শিশু ৮: আমরা দ্বিধায়

আছি। শিশু ৯: কিন্তু আমরা তাকে হারাতে চাই না। শিশুরা (একসাথে): আমরা তার পাশে থাকব।

3.05 অরিন্দমের ফাঁদ

[দৃশ্য: অরিন্দম নতুন প্রমাণ হাজির করে।] অরিন্দম: দেখো, এই নথি তার আসল পরিচয় প্রকাশ করছে। **অভিভাবক ১:** তাহলে সে প্রতারক! **অভিভাবক ২:** আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? **অভিভাবক ৩:** প্রমাণ স্পষ্ট। **সায়রা:** এই প্রমাণ তার

অতীতের, বর্তমানের নয়। **রায়েদ:** আমি আমার অতীত লুকাচ্ছি না। আমি বদলেছি। **অরিন্দম:** তুমি যতই বলো, প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধে। **অভিভাবক ৪:** আমরা কি তাকে সুযোগ দেব? **সায়রা:** মানুষ বদলায়। তার কাজই প্রমাণ। **অভিভাবক ৫:** কিন্তু যদি সে আবার প্রতারণা করে? **রায়েদ:** আমি শিশুদের জন্য লড়ছি, এটাই আমার সত্য। **অরিন্দম:** তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করি না। **সায়রা:** বিশ্বাস না

করলেও সত্য বদলাবে না। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** দ্বিধা আরও গভীর হচ্ছে।

3.06 গোপন সাক্ষাৎ

[দৃশ্য: রাতে রায়েদ একা বসে আছে। হঠাৎ মাস্টারমাইন্ডের সংকেত আসে।] মাস্টারমাইন্ড: তুমি ব্যর্থ হচ্ছো। যদি মুখোশ ভেঙে যায়, তুমি ধ্বংস হবে। **রায়েদ:** আমি ভয় পাব না। আমি শিশুদের জন্য লড়ব। **মাস্টারমাইন্ড:** মনে রেখো,

তোমার ব্যর্থতা শুধু তোমার নয়, সবার ধ্বংস ডেকে আনবে। **রায়েদ:** আমি আর তোমাদের খেলায় পুতুল হব না। **মাস্টারমাইন্ড:** তুমি সাহস দেখাচ্ছো, কিন্তু সাহস তোমাকে বাঁচাবে না। **রায়েদ:** আমার সত্যই আমাকে বাঁচাবে। **মাস্টারমাইন্ড:** তুমি যদি মুখোশ খুলে ফেলো, তারা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। **রায়েদ:** আমি সত্য বলব। **মাস্টারমাইন্ড:** তাহলে প্রস্তুত হও পতনের জন্য।

রায়েদ: আমি পতন নয়, মুক্তি চাই। **মাস্টারমাইন্ড:** তুমি আমাদের বিরুদ্ধে গেলে, তোমার শেষ নিশ্চিত। **রায়েদ:** আমি শিশুদের পাশে থাকব, যাই হোক না কেন। **মাস্টারমাইন্ড:** তুমি আমাদের শত্রু হয়ে গেছো। **রায়েদ (নিজের মনে):** আমি শত্রু নই, আমি মুক্তির পথ।

3.07 রায়েদের দ্বন্দ্ব

[দৃশ্য: রায়েদ নিজের মনে কথা বলছে।] **রায়েদ:** আমি কি সত্যিই

বদলেছি? নাকি সবাই ঠিক বলছে? **সায়রা:** তুমি বদলেছো। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। **রায়েদ:** কিন্তু আমার অতীত কি কখনও আমাকে ছেড়ে যাবে? **সায়রা:** অতীত তোমাকে তাড়া করবে, কিন্তু তোমার বর্তমানই তোমার শক্তি। **রায়েদ:** আমি কি তাদের আস্থা ফিরে পেতে পারব? **সায়রা:** যদি তুমি সত্য বলো, তারা একদিন বুঝবে। **রায়েদ:** কিন্তু অরিন্দম আমাকে ধ্বংস করতে

চাইছে। **সায়রা:** তার কৌশল তোমার সাহসকে হারাতে পারবে না। **রায়েদ:** আমি লড়ব। **সায়রা:** আমি তোমার পাশে থাকব। **রায়েদ:** আমার দ্বন্দ্ব আমাকে দুর্বল করছে। **সায়রা:** দ্বন্দ্বই তোমাকে শক্তিশালী করবে। **রায়েদ:** আমি সত্যের পথে হাঁটব। **সায়রা:** সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে। **রায়েদ:** আমি আর লুকাব না।

3.08 গ্রামবাসীর উত্তেজনা

[দৃশ্য: সভায় গ্রামবাসীরা উত্তেজিত।] অভিভাবক ২: আমরা তাকে তাড়িয়ে দেব! **অভিভাবক ৩:** কিন্তু সে শিশুদের জন্য কাজ করছে। **অভিভাবক 8:** আমরা দ্বিধায় আছি। **অরিন্দম:** দ্বিধা নয়, সিদ্ধান্ত নিতে হবে। **অভিভাবক ৫:** সিদ্ধান্ত নিলে যদি ভুল হয়? **সায়রা:** সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সত্যকে দেখো। **রায়েদ:** আমি আমার মুখোশ খুলে ফেলেছি। **অভিভাবক ৬:** তাহলে

আমরা কি করব? **অরিন্দম:** তাকে তাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। **অভিভাবক ৭:** কিন্তু তার কাজ আমাদের শিশুদের বাঁচাচ্ছে। **অভিভাবক ৮:** আমরা কি সেই কাজকে অস্বীকার করব? **সায়রা:** তার কাজই তার প্রমাণ। **অরিন্দম:** কাজ নয়, অতীতই আসল। **রায়েদ:** আমার অতীত আমাকে তাড়া করে, কিন্তু আমি বদলেছি। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে।

3.09 সত্যের ইঙ্গিত

[দৃশ্য: এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসে।] **বৃদ্ধ:** আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। সে প্রতারক নয়। **অরিন্দম:** তুমি বিভ্রান্ত হচ্ছো। **সায়রা:** সত্যের ইঙ্গিতই তার শক্তি। **রায়েদ:** আমি আর লুকাতে চাই না। আমি সত্য বলব। **অভিভাবক ৭:** আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? **বৃদ্ধ:** মানুষ বদলায়। আমি তার পরিবর্তন দেখেছি। **অরিন্দম:** তুমি আবেগে ভেসে

যাচ্ছো। **সায়রা:** আবেগ নয়, অভিজ্ঞতা। **রায়েদ:** আমি শিশুদের জন্য লড়ছি। **অভিভাবক ৮:** তার চোখে আন্তরিকতা আছে। **অভিভাবক ৯:** কিন্তু সন্দেহও আছে। **বৃদ্ধ:** সন্দেহের ছায়া সত্যকে ঢাকতে পারে না। **সায়রা:** আমরা যদি তাকে সুযোগ দিই, সে প্রমাণ করবে। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** দ্বিধা আরও গভীর হচ্ছে।

3.10 বিশ্বাসের পরীক্ষা

[দৃশ্য: সভার শেষ মুহূর্ত।] **অরিন্দম:** আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব, নাকি তাড়িয়ে দেব? **রায়েদ:** আমি আমার মুখোশ খুলে ফেলেছি। এখন তোমাদের সিদ্ধান্তই আমার ভাগ্য। **সায়রা:** বিশ্বাসই তার পরীক্ষা। যদি আমরা তাকে সুযোগ দিই, সে প্রমাণ করবে। **অভিভাবক ১০:** আমরা কি তাকে শেষ সুযোগ দেব? **অভিভাবক ১১:** যদি সে আবার প্রতারণা করে? **রায়েদ:** আমি

শিশুদের জন্য লড়ছি, এটাই আমার সত্য। **অভিভাবক ১২:** তার সাহস কি সত্যিই প্রমাণ? **সায়রা:** সাহসই তার পরিবর্তনের চিহ্ন। **অরিন্দম:** আমি তাকে বিশ্বাস করি না। **বৃদ্ধ:** আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। **অভিভাবক ১৩:** আমরা দ্বিধায় আছি। **রায়েদ:** আমি আর লুকাব না। **সায়রা:** বিশ্বাসই তার মুক্তি। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** আমরা কি তাকে সুযোগ দেব? **বর্ণনাকারী:** বিশ্বাসের পরীক্ষা

গ্রামবাসীর মনে দ্বন্দ্ব আরও গভীর করে তোলে।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19

অরিন্দমের জীবন

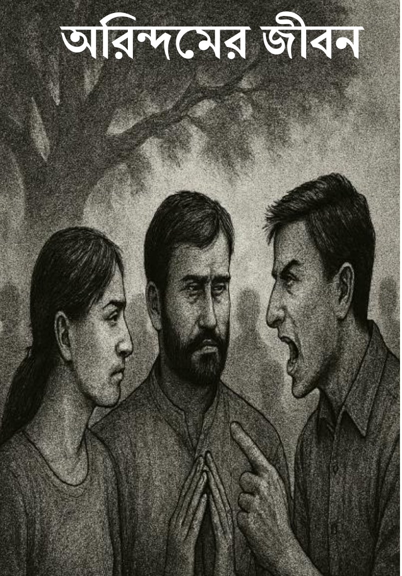

সূচীপত্র

4.01.	ভাঙনের প্রান্ত	99
4.02.	সায়রার নিঃশব্দ রাত	101
4.03.	অরিন্দমের গোপন চাল	105
4.04.	রায়েদের আত্মদহন	108
4.05.	শিশুদের বিচ্ছিন্নতা	111
4.06.	গ্রামবাসীর বিভক্তি	114
4.07.	বৃদ্ধের স্মৃতি	117
4.08.	সত্যের ছায়া	120
4.09.	সায়রার সংকল্প	123
4.10.	চূড়ান্ত সভা	126

4.01 ভাঙনের প্রান্ত [দৃশ্য: গ্রামের মাঠে সন্ধ্যার আলোয় সভা বসেছে। উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে চারদিকে।] অরিন্দম: আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর দেরি নয়। অভিভাবক ১: আমরা কি সত্যিই তাকে তাড়িয়ে দেব? অভিভাবক ২: সে তো আমাদের শিশুদের জন্য কাজ করছে। অরিন্দম: তার অতীত আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করবে। সায়রা: অতীত নয়, বর্তমান দেখো। রায়েদ: আমি

মুখোশ খুলে ফেলেছি। এখন তোমাদের সামনে শুধু আমি। অভিভাবক ৩: কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি। সায়রা: ভয়ই ভাঙনের শুরু। রায়েদ: আমি লড়তে এসেছি, পালাতে নয়। অরিন্দম: তুমি আমাদের বিশ্বাস ভেঙেছো। রায়েদ: আমি বিশ্বাস ফেরত চাই। অভিভাবক ৪: আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। সায়রা: বিভক্তি নয়, সংহতি দরকার। অভিভাবক ৫: কিন্তু কে ঠিক, কে ভুল? রায়েদ: সত্যের

পথেই উত্তর আছে। অরিন্দম: সত্যের নামে প্রতারণা চলবে না। সায়রা: তাহলে সত্যকে পরীক্ষা করো, ভয় নয়। গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): আজ রাতেই সব বদলে যাবে।

4.02 সায়রার নিঃশব্দ রাত [দৃশ্য: সায়রার ঘর। সে একা বসে আছে, জানালার বাইরে চাঁদের আলো।] সায়রা (নিজের মনে): আমি কি ভুল করছি? সবাই তো রায়েদের বিরুদ্ধে। সায়রা: কিন্তু আমি তার চোখে সত্য

দেখেছি। সায়রা: আমার পাশে কেউ নেই, শুধু আমার বিশ্বাস। সায়রা: নিঃশব্দ রাত আমাকে প্রশ্ন করছে। সায়রা: আমি কি সত্যিই তার পাশে থাকব শেষ পর্যন্ত? সায়রা: যদি সে প্রতারক হয়, আমি কি ক্ষমা পাব? সায়রা: কিন্তু যদি সে সত্যবাদী হয়, আমি কি তাকে রক্ষা করতে পারব? সায়রা: আমার ভয়, আমার সাহস—দুইই আমার সঙ্গী। সায়রা: আমি একা, কিন্তু আমি নত হব না। সায়রা: আমি

তার পাশে দাঁড়িয়েছি, কারণ আমি বিশ্বাস করি। সায়রা: বিশ্বাসই আমার অস্ত্র। সায়রা: এই রাত আমাকে শক্তি দিচ্ছে। সায়রা: কাল নতুন সকাল আসবে, হয়তো ভাঙন, হয়তো মুক্তি। সায়রা: আমি প্রস্তুত। সায়রা (চোখ বন্ধ করে): রায়েদ, তুমি যদি সত্য বলো, আমি তোমার পাশে থাকব। সায়রা: যদি সবাই চলে যায়, আমি থাকব। সায়রা: এই নিঃশব্দ রাত আমার সাক্ষী।

সায়রা: আমি ভয়কে জয় করব। সায়রা: আমি সায়রা, আমি নত হব না। 4.03 অরিন্দমের গোপন চাল [দৃশ্য: অরিন্দমের ঘরে রাত। সে একা বসে পরিকল্পনা করছে।] অরিন্দম (নিজের মনে): সায়রা এখনো রায়েদের পাশে। তাকে সরাতে হবে। অরিন্দম: যদি আমি তার বিশ্বাস ভাঙতে পারি, রায়েদ একা হয়ে যাবে। অরিন্দম: এই নথিগুলো যদি সায়রার কাছে পৌঁছায়... অরিন্দম: আমি এমন

প্রমাণ তৈরি করব, যা তাকে দ্বিধায় ফেলবে। অরিন্দম: গ্রামবাসীরা তো আমার কথায় কান দেয়। অরিন্দম: আমি যদি বলি সায়রাও মাস্টারমাইন্ডের সঙ্গে যুক্ত... অরিন্দম: তাহলে রায়েদ আর দাঁড়াতে পারবে না। অরিন্দম: আমি তাকে ধ্বংস করব, ধীরে ধীরে। অরিন্দম: এই চাল নিঃশব্দ, কিন্তু ফল ভয়ংকর। অরিন্দম: কাল সকালে আমি সভায় নতুন নথি উপস্থাপন করব। অরিন্দম: আমি

বলব সায়রার ঘরে গোপন বার্তা পাওয়া গেছে। অরিন্দম: কেউ সন্দেহ করবে না, কারণ আমি বিশ্বাসযোগ্য। অরিন্দম: রায়েদের মুখোশ তো ভেঙেছে, এবার সায়রার পালা। অরিন্দম: আমি একা নই, আমার সঙ্গে আছে ভয়। অরিন্দম: ভয়ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। অরিন্দম: আমি ভয় ছড়িয়ে দেব, বিশ্বাস নয়। অরিন্দম: এই চালই ভাঙনের শেষ ধাক্কা হবে। অরিন্দম: আমি প্রস্তুত। অরিন্দম

(চোখে তীব্রতা): কাল সকালেই শুরু হবে পতন।

4.04 রায়েদের আত্মদহন [দৃশ্য: রায়েদ একা বসে আছে, আগুনের আলোয় মুখ উদ্ভাসিত।] রায়েদ (নিজের মনে): আমি কি সত্যিই বদলেছি? রায়েদ: আমার অতীত কি আমাকে ছাড়বে? রায়েদ: আমি সায়রার বিশ্বাসের যোগ্য কি? রায়েদ: আমি তো মাস্টারমাইন্ডের লোক ছিলাম... রায়েদ: কিন্তু আমি শিশুদের জন্য লড়ছি। রায়েদ: আমি

প্রতারণা করতে আসিনি। রায়েদ: আমার মুখোশ খুলে ফেলেছি, কিন্তু সবাই ভয় পাচ্ছে। রায়েদ: আমি কি তাদের ভয় দূর করতে পারব? রায়েদ: আমার ভেতরে এখনো দ্বন্দ্ব জ্বলছে। রায়েদ: এই আগুন আমার আত্মার আগুন। রায়েদ: আমি নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছি, শুধু সত্যের জন্য। রায়েদ: যদি তারা আমাকে তাড়িয়ে দেয়, আমি কোথায় যাব? রায়েদ: আমি পালাতে চাই না। রায়েদ: আমি দাঁড়াতে

চাই, সত্যের পক্ষে। রায়েদ: সায়রা আমার পাশে আছে, কিন্তু কতদিন? রায়েদ: যদি অরিন্দম তাকে বিভ্রান্ত করে? রায়েদ: আমি একা হয়ে যাব। রায়েদ: আমি প্রস্তুত, কিন্তু ভয় এখনো আছে। রায়েদ: এই আত্মদহনই হয়তো আমার মুক্তি।

4.05 শিশুদের বিচ্ছিন্নতা [দৃশ্য: স্কুলের মাঠে শিশুরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে, মুখে চিন্তা।] শিশু ১: স্যার কি সত্যিই মাস্টারমাইন্ডের লোক ছিলেন?

শিশু ২: মা বলেছে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। শিশু ৩: কিন্তু তিনি তো আমাদের পড়ান, ভালোবাসেন। শিশু ৪: আমি এখন আর কিছু বুঝি না। শিশু ৫: সায়রা ম্যাডামও কি বিপদে পড়েছেন? শিশু ৬: সবাই বলছে তারা আমাদের ক্ষতি করবে। শিশু ৭: আমি ভয় পাচ্ছি। শিশু ৮: আমি চাই স্যার থাকুক। শিশু ৯: কিন্তু যদি তিনি সত্যিই প্রতারক হন? শিশু ১০: আমাদের স্কুল কি বন্ধ হয়ে যাবে? শিশু

১১: আমি চাই সব আগের মতো হোক। শিশু ১২: কেউ আমাদের কথা ভাবছে না। শিশু ১৩: আমরা তো শুধু ভালোবাসা চাই। শিশু ১৪: আমি স্যারকে বিশ্বাস করি। শিশু ১৫: আমি দ্বিধায় আছি। শিশুরা (একসাথে): আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। শিশু ১৬: কেউ আমাদের পাশে নেই। শিশু ১৭: আমরা কি কিছু বলতে পারি? শিশু ১৮: যদি আমরা একসাথে দাঁড়াই? শিশু ১৯: তাহলে হয়তো কেউ শুনবে।

শিশু ২০: আমরা শিশু, কিন্তু আমাদের কণ্ঠ আছে।

4.06 গ্রামবাসীর বিভক্তি [দৃশ্য: গ্রামের সভা। সবাই উত্তেজনায় ভরপুর।] অভিভাবক ১: আমরা কি রায়েদকে বিশ্বাস করব? অভিভাবক ২: তার অতীত ভয়ংকর। অভিভাবক ৩: কিন্তু তার বর্তমান আমাদের শিশুদের রক্ষা করছে। অভিভাবক ৪: আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। অরিন্দম: বিভক্তি নয়, ঐক্য চাই—কিন্তু রায়েদ ছাড়া। সায়রা:

ঐক্য মানে সত্যকে বাদ দেওয়া নয়। অভিভাবক ৫: আমরা কি সত্যিই তাকে তাড়াব? অভিভাবক ৬: যদি সে প্রতারক হয়, আমাদের ধ্বংস হবে। অভিভাবক ৭: যদি সে সত্যবাদী হয়, আমরা তাকে হারাব। রায়েদ: আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি, লুকিয়ে নয়। অভিভাবক ৮: আমরা দ্বিধায় আছি। অভিভাবক ৯: কেউ অরিন্দমকে বিশ্বাস করছে, কেউ সায়রাকে। অভিভাবক ১০: এই

বিভক্তি আমাদের গ্রামকে দুর্বল করছে। সায়রা: বিভক্তি নয়, সত্যই আমাদের শক্তি। অরিন্দম: সত্যের নামে প্রতারণা চলবে না। রায়েদ: আমি প্রতারণা করব না। অভিভাবক ১১: আমরা কি তাকে শেষ সুযোগ দেব? গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): বিভক্তি চরমে পৌঁছেছে। বর্ণনাকারী: গ্রাম এখন ভাঙনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে।

4.07 বৃদ্ধের স্মৃতি [দৃশ্য: এক বৃদ্ধ সভায় উঠে দাঁড়ায়।] বৃদ্ধ: আমি

অনেক কিছু দেখেছি। বৃদ্ধ: অতীতে অনেকেই ভুল করেছে, কিন্তু বদলেছে। বৃদ্ধ: আমি রায়েদের চোখে সেই পরিবর্তন দেখেছি। অরিন্দম: তুমি আবেগে ভেসে যাচ্ছো। বৃদ্ধ: আবেগ নয়, অভিজ্ঞতা। সায়রা: তার কথা শুনো। অভিভাবক ১: তুমি কি নিশ্চিত সে বদলেছে? বৃদ্ধ: আমি তার কাজ দেখেছি। অভিভাবক ২: কিন্তু প্রমাণ? বৃদ্ধ: প্রমাণ সবসময় সত্য নয়। রায়েদ: আমি সত্য বলছি। বৃদ্ধ: আমি

তার চোখে আন্তরিকতা দেখেছি। অরিন্দম: তুমি বিভ্রান্ত। বৃদ্ধ: বিভ্রান্ত নয়, দৃঢ়। অভিভাবক ৩: আমরা কি তার কথা শুনব? গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): বৃদ্ধের স্মৃতি আমাদের দ্বিধা বাড়াচ্ছে। বৃদ্ধ: আমি বলছি, মানুষ বদলায়। সায়রা: তার কথা আমাদের শক্তি। রায়েদ: আমি তার বিশ্বাসের যোগ্য হতে চাই।

4.08 সত্যের ছায়া [দৃশ্য: সভার মাঝখানে উত্তেজনা।] অরিন্দম:

সত্যের নামে প্রতারণা চলবে না। সায়রা: সত্যই তার শক্তি। রায়েদ: আমি আর লুকাব না। অভিভাবক ১: আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? অভিভাবক ২: সন্দেহের ছায়া আমাদের ঘিরে আছে। অভিভাবক ৩: আমরা ভয় পাচ্ছি। সায়রা: ভয়ই আমাদের দুর্বল করছে। রায়েদ: আমি সত্য বলব। অরিন্দম: তোমার সত্য আমাদের ধ্বংস করবে। সায়রা: তার সত্যই আমাদের মুক্তি। অভিভাবক ৪:

আমরা দ্বিধায় আছি। অভিভাবক ৫: কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না। অভিভাবক ৬: এই ছায়া আমাদের গ্রামকে ভেঙে দিচ্ছে। রায়েদ: আমি ছায়া নয়, আলো চাই। সায়রা: আলোই আমাদের পথ দেখাবে। অরিন্দম: আলো নয়, অন্ধকার আসছে। গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): সত্যের ছায়া আমাদের ঘিরে ফেলেছে। বর্ণনাকারী: আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্ব গ্রামকে ভাঙনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

4.09 সায়রার সংকল্প [দৃশ্য: সায়রা সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে।] সায়রা: আমি ভয় পাই না। সায়রা: আমি রায়েদের পাশে থাকব। অরিন্দম: তুমি আমাদের ধ্বংস ডেকে আনছো। সায়রা: আমি ধ্বংস নয়, মুক্তি চাই। অভিভাবক ১: তুমি কি নিশ্চিত সে সত্যবাদী? সায়রা: আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। অভিভাবক ২: কিন্তু প্রমাণ? সায়রা: প্রমাণ সবসময় সত্য নয়। রায়েদ: আমি সত্য বলছি। সায়রা:

আমি তার পাশে থাকব, যাই হোক না কেন। অরিন্দম: তুমি আবেগে বিভ্রান্ত। সায়রা: আবেগ নয়, বিশ্বাস। অভিভাবক ৩: আমরা কি তার কথা শুনব? অভিভাবক ৪: তার সংকল্প আমাদের শক্তি হতে পারে। গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): সায়রার সংকল্প আমাদের দ্বিধা বাড়াচ্ছে। সায়রা: আমি ভয়কে জয় করব। রায়েদ: আমি তোমার পাশে থাকব। বর্ণনাকারী:

সায়রার সংকল্প গ্রামবাসীর মনে নতুন আলো জ্বালায়।

4.10 চূড়ান্ত সভা [দৃশ্য: গ্রামের মাঠে শেষ সভা বসেছে। সবাই উপস্থিত।] অরিন্দম: আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অভিভাবক ১: আমরা কি রায়েদকে বিশ্বাস করব? অভিভাবক ২: আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি। অভিভাবক ৩: কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না। সায়রা: আমি তার পাশে থাকব। রায়েদ: আমি মুখোশ খুলে ফেলেছি।

অরিন্দম: তার অতীত ভয়ংকর। সায়রা: তার বর্তমান আমাদের শক্তি। অভিভাবক ৪: আমরা দ্বিধায় আছি। অভিভাবক ৫: আমরা কি তাকে শেষ সুযোগ দেব? বৃদ্ধ: আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। অভিভাবক ৬: আমরা কি সত্যকে বিশ্বাস করব? অরিন্দম: সত্য নয়, প্রতারণা। সায়রা: প্রতারণা নয়, মুক্তি। রায়েদ: আমি শিশুদের জন্য লড়ছি। অভিভাবক ৭: আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? গ্রামবাসীরা

(গুঞ্জন): সিদ্ধান্তের মুহূর্ত এসেছে। বর্ণনাকারী: চূড়ান্ত সভা গ্রামকে ভাঙনের প্রান্তে দাঁড় করায়। বর্ণনাকারী: বিশ্বাস ও সন্দেহের দ্বন্দ্ব এখন চূড়ান্ত রূপ নিতে চলেছে।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

**32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,2
5,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12
,21,10,23,16,17,14,19**

মাস্টার মাইন্ডের পরিকল্পনা

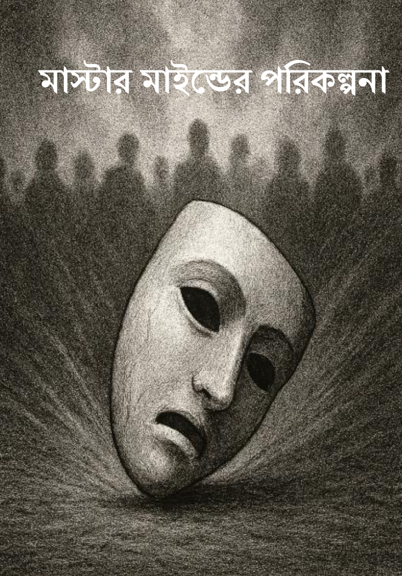

সূচীপত্র

5.01.	মুখোশের পতন	131
5.02.	ভাঙা মুখোশ	134
5.03.	সায়রার প্রশ্ন	137
5.04.	অরিন্দমের উন্মোচন	140
5.05.	রায়েদের স্বীকারোক্তি	143
5.06.	শিশুদের প্রতিবাদ	146
5.07.	গ্রামবাসীর জাগরণ	149
5.08.	বৃদ্ধের রায়	152
5.09.	চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	155
5.10.	নতুন সকাল	157

5.01 ভাঙা মুখোশ [দৃশ্য: সভার মাঝখানে রায়েদের মুখোশ মাটিতে পড়ে গেছে। সবাই স্তব্ধ।] অরিন্দম: দেখো! এই মুখোশই তার আসল পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিল। অভিভাবক ১: সে এতদিন আমাদের ঠকিয়েছে? অভিভাবক ২: কিন্তু সে তো আমাদের শিশুদের জন্য কাজ

করেছে। সায়রা: মুখোশ ভাঙা মানেই প্রতারণা নয়। রায়েদ: আমি নিজেই মুখোশ খুলেছি। আমি আর লুকাতে চাই না। অরিন্দম: তুমি মুখোশ খুলেছো, কারণ ধরা পড়ে গেছো। রায়েদ: আমি সত্য বলছি। আমার অতীত ভুল ছিল, কিন্তু আমি বদলেছি। অভিভাবক ৩: আমরা কি তার

পরিবর্তনকে বিশ্বাস করব? সায়রা: আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। অভিভাবক ৪: কিন্তু মুখোশ কেন ছিল? রায়েদ: আমি ভয় পেতাম। তোমাদের রাগ, তোমাদের সন্দেহ। অরিন্দম: ভয়ই প্রমাণ করে তুমি অপরাধী। সায়রা: ভয় মানুষকে মুখোশ পরতে বাধ্য করে, কিন্তু সাহস তাকে খুলতে

শেখায়। রায়েদ: আমি সাহস করেছি। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত। অভিভাবক ৫: আমরা কি তাকে ক্ষমা করব? গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): মুখোশ ভেঙেছে, কিন্তু বিশ্বাস কি ফিরবে? বৃদ্ধ: মুখোশের নিচে যে মুখ, সেটাই বিচার্য। সায়রা: আমি তার পাশে থাকব। রায়েদ: আমি আর লুকাব না।

5.02 সায়রার প্রশ্ন [দৃশ্য: সায়রা একা বসে আছে, মুখে দ্বিধা।] সায়রা (নিজের মনে): আমি কি সত্যিই তাকে চিনি? সায়রা: তার মুখোশ ভেঙেছে, কিন্তু তার ভেতরের মানুষ? সায়রা: আমি কি আবেগে ভেসে যাচ্ছি? সায়রা: আমি কি তার পরিবর্তনকে ভুলভাবে দেখছি? সায়রা: যদি সে আবার

প্রতারণা করে? সায়রা: আমি কি আমার বিশ্বাসকে রক্ষা করতে পারব? সায়রা: আমি কি গ্রামবাসীর সামনে দাঁড়াতে পারব? সায়রা: আমার প্রশ্নগুলো আমাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। সায়রা: কিন্তু আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। সায়রা: আমি তার পাশে দাঁড়িয়েছি, কারণ আমি বিশ্বাস

করি। সায়রা: বিশ্বাস কি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? সায়রা: আমি ভয় পাই, কিন্তু ভয়কে জয় করতে চাই। সায়রা: আমি যদি ভুল করি, আমি দায় নেব। সায়রা: কিন্তু যদি আমি ঠিক হই, তাহলে সে মুক্তি পাবে। সায়রা: আমি প্রশ্ন করব, কিন্তু আমি পালাব না। সায়রা: আমি তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকব।

সায়রা: আমার প্রশ্নই আমার শক্তি। সায়রা: আমি সায়রা, আমি দ্বিধায় থাকব না। সায়রা: আমি সত্যের পাশে থাকব।

5.03 অরিন্দমের উন্মোচন

[দৃশ্য: সভার মাঝখানে অরিন্দম দাঁড়িয়ে, হাতে নথি।]

অরিন্দম: আমি প্রমাণ এনেছি। রায়েদ প্রতারক। **অভিভাবক ১:** আবার প্রমাণ? **অভিভাবক ২:**

আগের প্রমাণ তো ভুয়া ছিল। **সায়রা:** এবারও কি তুমি আমাদের বিভ্রান্ত করবে? **অরিন্দম:** আমি সত্য বলছি। **রায়েদ:** তোমার প্রমাণই তোমার প্রতারণা। **অভিভাবক ৩:** আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? **বৃদ্ধ:** আমি তার চোখে প্রতারণা দেখছি। **অরিন্দম:** তুমি বিভ্রান্ত হচ্ছো। **সায়রা:** বিভ্রান্ত নয়, সত্য।

অভিভাবক ৪: আমরা কি সত্যিই অরিন্দমকে বিশ্বাস করব? **অভিভাবক ৫:** তার কথায় সন্দেহ আছে। **রায়েদ:** আমি মুখোশ খুলেছি, কিন্তু সে এখনো মুখোশ পরে আছে। **সায়রা:** তার মুখোশই আসল প্রতারণা। **অরিন্দম:** আমি প্রতারক নই। **বৃদ্ধ:** তোমার চোখে ভয় আছে। **অভিভাবক ৬:** আমরা কি তার

মুখোশ খুলব? **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** অরিন্দমের উন্মোচন শুরু হয়েছে। **বর্ণনাকারী:** সত্যের আলো অরিন্দমের মুখোশ ভাঙতে শুরু করল।

5.04 রায়েদের স্বীকারোক্তি [দৃশ্য: সভার মাঝে রায়েদ দাঁড়িয়ে, কণ্ঠে কাঁপন।] রায়েদ: আমি স্বীকার করছি। আমি মাস্টারমাইন্ডের লোক ছিলাম।

অভিভাবক ১: তাহলে তুমি প্রতারক! **রায়েদ:** হ্যাঁ, আমি প্রতারণা করেছি। **অভিভাবক ২:** তুমি আমাদের ঠকিয়েছো। **রায়েদ:** কিন্তু আমি বদলেছি। আমি শিশুদের জন্য লড়ছি। **সায়রা:** সে সত্য বলছে। **অভিভাবক ৩:** আমরা কি তাকে ক্ষমা করব? **রায়েদ:** আমি ক্ষমা চাইছি। **অভিভাবক ৪:** তুমি কি

সত্যিই বদলেছো? **রায়েদ:** আমি বদলেছি। আমি আর প্রতারণা করব না। **অভিভাবক ৫:** আমরা কি তাকে বিশ্বাস করব? **বৃদ্ধ:** তার স্বীকারোক্তিই তার শক্তি। **অরিন্দম:** তার স্বীকারোক্তি তার দুর্বলতা। **সায়রা:** দুর্বলতা নয়, সাহস। **রায়েদ:** আমি সত্য বলেছি। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত। **অভিভাবক ৬:** আমরা দ্বিধায়

আছি। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** স্বীকারোক্তি আমাদের মনে দ্বন্দ্ব বাড়াচ্ছে। **বর্ণনাকারী:** রায়েদের স্বীকারোক্তি গ্রামবাসীর মনে নতুন প্রশ্ন জাগায়।

5.05 শিশুদের প্রতিবাদ [দৃশ্য: স্কুলের মাঠে শিশুরা একসাথে দাঁড়িয়ে।] শিশু ১: আমরা স্যারকে বিশ্বাস করি। **শিশু ২:** তিনি আমাদের ভালোবাসেন।

শিশু ৩: তিনি আমাদের পড়ান। **শিশু ৪:** তিনি আমাদের পাশে থাকেন। **শিশু ৫:** আমরা তাকে হারাতে চাই না। **শিশু ৬:** আমরা তার পাশে থাকব। **শিশু ৭:** আমরা প্রতিবাদ করছি। **শিশু ৮:** আমরা চাই স্যার থাকুক। **শিশু ৯:** আমরা ভয় পাই না। **শিশু ১০:** আমরা তার সঙ্গে লড়ব। **শিশু ১১:** আমরা তার সত্যকে বিশ্বাস

করি। **শিশু ১২:** আমরা তার মুখোশ ভাঙতে দেখেছি। **শিশু ১৩:** আমরা তার চোখে সত্য দেখেছি। **শিশু ১৪:** আমরা তার পাশে থাকব। **শিশু ১৫:** আমরা প্রতিবাদ করছি। **শিশু ১৬:** আমরা শিশু, কিন্তু আমাদের কণ্ঠ আছে। **শিশু ১৭:** আমরা চাই সত্য জয়ী হোক। **শিশু ১৮:** আমরা চাই প্রতারণা হারুক। **শিশু ১৯:**

আমরা চাই স্যার মুক্তি পাক। **শিশু ২০:** আমরা শিশুদের প্রতিবাদ করছি।

5.06 গ্রামবাসীর জাগরণ [দৃশ্য: সভার মাঠে গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে, মুখে দৃঢ়তা।] অভিভাবক ১: আমরা এতদিন ভয় পেয়েছি। **অভিভাবক ২:** কিন্তু ভয় আমাদের দুর্বল করেছে।

অভিভাবক ৩: আমরা সত্যকে বিশ্বাস করতে চাই। **অভিভাবক ৪:** আমরা আর বিভক্ত থাকতে চাই না। **অভিভাবক ৫:** আমরা একসাথে দাঁড়াব। **অভিভাবক ৬:** আমরা রায়েদের পাশে থাকব। **অভিভাবক ৭:** আমরা সায়রার সংকল্পকে সম্মান করি। **অভিভাবক ৮:** আমরা অরিন্দমের প্রতারণা বুঝেছি।

অভিভাবক ৯: আমরা আর তার মুখোশে বিভ্রান্ত হব না। **অভিভাবক ১০:** আমরা সত্যের পাশে দাঁড়াব। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা জেগে উঠেছি। **রায়েদ:** তোমাদের জাগরণই আমার শক্তি। **সায়রা:** তোমাদের সাহসই আমাদের মুক্তি। **অরিন্দম:** তোমরা ভুল করছো। **বৃদ্ধ:** না, আমরা সত্যকে

বেছে নিচ্ছি। **অভিভাবক ১১:** আমরা ভয়কে জয় করেছি। **অভিভাবক ১২:** আমরা ঐক্যবদ্ধ। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** জাগরণ আমাদের গ্রামকে নতুন পথে নিয়ে যাচ্ছে। **বর্ণনাকারী:** গ্রামবাসীর জাগরণ প্রতারণার মুখোশ ভেঙে দিল।

5.07 বৃদ্ধের রায় [দৃশ্য: সভার মাঝে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ায়, কণ্ঠে

দৃঢ়তা।] বৃদ্ধ: আমি অনেক কিছু দেখেছি। **বৃদ্ধ:** আমি জানি মানুষ বদলায়। **বৃদ্ধ:** রায়েদ বদলেছে। **অভিভাবক ১:** তুমি কি নিশ্চিত? **বৃদ্ধ:** আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। **অভিভাবক ২:** কিন্তু তার অতীত ভয়ংকর। **বৃদ্ধ:** অতীত নয়, বর্তমান বিচার্য। **সায়রা:** তার কথা শুনো। **অরিন্দম:** তুমি বিভ্রান্ত হচ্ছো।

বৃদ্ধ: বিভ্রান্ত নয়, দৃঢ়। **অভিভাবক ৩:** আমরা কি তার রায় মানব? **অভিভাবক ৪:** তার অভিজ্ঞতা আমাদের পথ দেখাতে পারে। **রায়েদ:** আমি তার বিশ্বাসের যোগ্য হতে চাই। **বৃদ্ধ:** আমি বলছি, তাকে সুযোগ দাও। **অভিভাবক ৫:** আমরা কি তাকে ক্ষমা করব? **বৃদ্ধ:** ক্ষমাই আমাদের শক্তি। **গ্রামবাসীরা**

(গুঞ্জন): বৃদ্ধের রায় আমাদের দ্বিধা দূর করছে। **বর্ণনাকারী:** বৃদ্ধের রায় গ্রামবাসীর মনে নতুন আলো জ্বালায়।

5.08 চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত [দৃশ্য: সভার শেষ মুহূর্ত। সবাই উত্তেজনায় ভরপুর।]

অরিন্দম: আজ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। **অভিভাবক ১:** আমরা কি রায়েদকে বিশ্বাস করব?

অভিভাবক ২: আমরা বিভক্ত হয়ে গেছি। **অভিভাবক ৩:** কেউ বিশ্বাস করছে, কেউ করছে না। **সায়রা:** আমি তার পাশে থাকব। **রায়েদ:** আমি মুখোশ খুলেছি। **অরিন্দম:** তার অতীত ভয়ংকর। **সায়রা:** তার বর্তমান আমাদের শক্তি। **বৃদ্ধ:** আমি তার চোখে সত্য দেখেছি। **অভিভাবক ৪:** আমরা কি তাকে শেষ সুযোগ দেব?

অভিভাবক ৫: আমরা কি তাকে ক্ষমা করব? **অভিভাবক ৬:** আমরা কি সত্যকে বিশ্বাস করব? **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা তাকে বিশ্বাস করব। **অরিন্দম:** তোমরা ভুল করছো। **সায়রা:** আমরা সত্যকে বেছে নিয়েছি। **রায়েদ:** আমি তোমাদের পাশে থাকব। **বৃদ্ধ:** সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত আমাদের মুক্তি দিল। **বর্ণনাকারী:** গ্রামবাসীর সিদ্ধান্ত মুখোশের পতন নিশ্চিত করল।

5.09 নতুন সকাল [দৃশ্য: পরদিন সকাল। গ্রাম শান্ত, সূর্যের আলোয় ভরপুর।]

অভিভাবক ১: আমরা নতুন পথে হাঁটছি। **অভিভাবক ২:** আমরা ভয়কে জয় করেছি। **অভিভাবক ৩:** আমরা সত্যকে

বেছে নিয়েছি। **অভিভাবক ৪:** আমরা ঐক্যবদ্ধ। **সায়রা:** আমরা মুক্তি পেয়েছি। **রায়েদ:** আমি তোমাদের পাশে থাকব। **বৃদ্ধ:** নতুন সকাল আমাদের শক্তি। **অভিভাবক ৫:** আমরা আর বিভক্ত নই। **অভিভাবক ৬:** আমরা ঐক্যবদ্ধ। **অভিভাবক ৭:** আমরা সত্যের পথে হাঁটছি। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা

নতুন সকালকে স্বাগত জানাচ্ছি। **সায়রা:** আমরা ভয়কে জয় করেছি। **রায়েদ:** আমরা প্রতারণাকে হারিয়েছি। **বৃদ্ধ:** আমরা মুক্তি পেয়েছি। **অভিভাবক ৮:** আমরা নতুন জীবন শুরু করছি। **অভিভাবক ৯:** আমরা ঐক্যবদ্ধ। **গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন):** নতুন সকাল আমাদের গ্রামকে আলোকিত করছে।

বর্ণনাকারী: মুখোশের পতন শেষে গ্রামবাসী নতুন সকালকে আলিঙ্গন করল।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

**32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,2
0,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,1
2,21,10,23,16,17,14,19**

**32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,2
5,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12
,21,10,23,16,17,14,19**

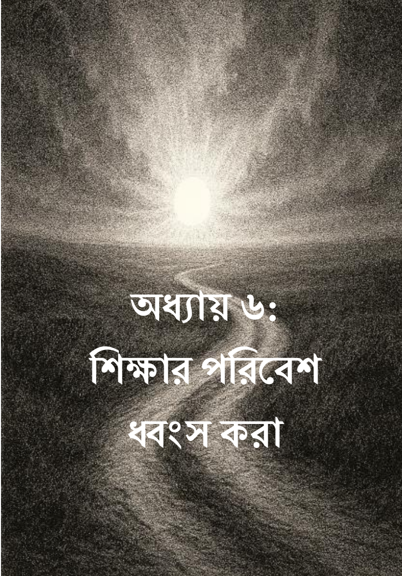

অধ্যায় ৬:
শিক্ষার পরিবেশ ধবংস করা

সূচীপত্র

6.01. প্রতিশ্রুতির পথ 163

6.02. নতুন আলো 166

6.03. সায়রার সংকল্প 169

6.04.রায়েদের প্রস্তুতি 171

6.05.শিশুদের আশ্বাস 173

6.06. গ্রামবাসীর প্রতিজ্ঞা 175

6.07. অরিন্দমের নীরবতা 178

6.08. বৃদ্ধের দৃষ্টি 181

6.09. চুক্তির মুহূর্ত 185

6.10.যাত্রা শুরু 188

6.01 নতুন আলো [দৃশ্য: ভোরের আলোয় গ্রাম জেগে উঠছে, সভাস্থলে সবাই জড়ো হচ্ছে] সায়রা: আজকের সূর্যটা যেন নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। রায়েদ: আলো মানেই নতুন শুরু। অভিভাবক ১: আমরা কি সত্যিই নতুন পথে হাঁটতে পারব? বৃদ্ধ: অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় আসাই মানুষের নিয়তি। শিশু ১: স্যার, আপনি থাকবেন তো? রায়েদ:

আমি থাকব, যতক্ষণ তোমরা পাশে থাকো। অভিভাবক ২: ভয় আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে। সায়রা: ভয়কে জয় করাই প্রতিশ্রুতির প্রথম ধাপ। অভিভাবক ৩: আমরা কি পুরনো ভুল ভুলতে পারব? বৃদ্ধ: ভুলকে স্মরণ করো, কিন্তু পথ আটকে দিও না। শিশু ২: আমরা আবার গান গাইব? রায়েদ: গানই তো আমাদের আশার সুর। অভিভাবক

৪: আলো আমাদের চোখে জল এনেছে। সায়রা: সেই জলই তো প্রতিশ্রুতির জন্ম দেয়। রায়েদ: আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আর মুখোশ পরব না। বৃদ্ধ: মুখোশহীন পথই সত্যের পথ। গ্রামবাসীরা (গুঞ্জন): নতুন আলো আমাদের বদলে দিচ্ছে। সায়রা: বদল শুরু হয়েছে, এখন পথ হাঁটার পালা। রায়েদ: এই আলো আমাদের পথ

দেখাবে। অভিভাবক ৫: আলোই আমাদের সাহস।

6.02 সায়রার সংকল্প [দৃশ্য: সায়রা একা বসে, সামনে খোলা খাতা, চোখে দৃঢ়তা] সায়রা (নিজের মনে): আমি আর দ্বিধায় থাকব না। সায়রা: আমি দেখেছি, আমি বুঝেছি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সায়রা: রায়েদ বদলেছে, আমি তার পাশে থাকব। সায়রা: আমি ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু ভয়কে

জয় করেছি। সায়রা: গ্রামবাসী এখনো দ্বিধায়, আমি তাদের পাশে দাঁড়াব। সায়রা: আমি শিশুদের মুখে হাসি দেখতে চাই। সায়রা: আমি চাই, এই গ্রাম নতুন পথে হাঁটুক। সায়রা: আমি চাই, মুখোশের যুগ শেষ হোক। সায়রা: আমি চাই, সত্যের যুগ শুরু হোক। সায়রা: আমি একা নই, আমার সঙ্গে আলো আছে। সায়রা: আমি লিখব, আমি বলব, আমি লড়ব।

সায়রা: আমি সায়রা, আমি থামব না। সায়রা: আমার সংকল্পই আমার অস্ত্র। সায়রা: আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। সায়রা: আমি রায়েদের পাশে থাকব, যতক্ষণ সে সত্যে থাকে। সায়রা: আমি গ্রামবাসীর ভয় ভাঙব। সায়রা: আমি শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করব। সায়রা: আমি আলোকে পথ বানাব। সায়রা:

আমি প্রতিশ্রুতির পথের প্রথম যাত্রী।

6.03 রায়েদের প্রস্তুতি [দৃশ্য: রায়েদ স্কুলঘরে একা, বোর্ডে কিছু লিখছে] রায়েদ: আজ থেকে প্রতিটি পাঠে সত্য থাকবে। রায়েদ: আমি আর লুকাব না, আমি শেখাব। রায়েদ: শিশুদের চোখে আমি আমার ভবিষ্যৎ দেখি। রায়েদ: আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেব। রায়েদ: আমি তাদের ভয় দূর

করব। রায়েদ: আমি তাদের সাহস শেখাব। রায়েদ: আমি নিজেকে বদলেছি, এখন সময় তাদের বদলানোর। রায়েদ: আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি রক্ষা করব। রায়েদ: আমি মুখোশ খুলেছি, এখন সত্যের মুখ দেখাব। রায়েদ: আমি চাই, তারা আমার ভুল থেকে শিখুক। রায়েদ: আমি চাই, তারা আমার মতো না হোক। রায়েদ: আমি চাই, তারা আলোয়

হাঁটুক। রায়েদ: আমি তাদের পথ দেখাব, কিন্তু পথ তাদেরই হবে। রায়েদ: আমি শিক্ষক, আমি পথপ্রদর্শক। রায়েদ: আমি প্রস্তুত, এখন তাদের প্রস্তুতির সময়। রায়েদ: আমি ভয়কে জয় করেছি, এখন তাদের সাহস শেখাব। রায়েদ: আমি প্রতিদিন প্রতিশ্রুতি পালন করব। রায়েদ: আমি প্রস্তুত, সত্যের পাঠ শুরু হোক। রায়েদ:

আমি রায়েদ, আমি প্রতিশ্রুতির শিক্ষক।

6.04 শিশুদের আশ্বাস [দৃশ্য: স্কুলের উঠোনে শিশুদের ভিড়, তারা রায়েদের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে] শিশু ১: স্যার, আপনি কি সত্যিই আমাদের ছেড়ে যাবেন না? **রায়েদ:** না, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। **শিশু ২:** আমরা ভয় পাই, কিন্তু আপনার কথা শুনে সাহস পাই। **রায়েদ:** ভয়কে

জয় করার প্রথম ধাপ হলো কথা বলা। **শিশু ৩:** আমরা কি আবার খেলতে পারব? **সায়রা:** অবশ্যই, তোমাদের হাসিই তো আমাদের শক্তি। **শিশু ৪:** আমরা গান গাইতে চাই। **রায়েদ:** গানই তো প্রতিশ্রুতির সুর। **শিশু ৫:** আমরা কি নতুন গল্প শিখব? **রায়েদ:** হ্যাঁ, গল্পে থাকবে সত্য আর সাহস। **শিশু ৬:** আমরা কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি? **রায়েদ:** বিশ্বাসই তো প্রতিশ্রুতির ভিত্তি। **শিশু ৭:** আমরা

চাই, আপনি আমাদের পাশে থাকুন। **সায়রা:** আমি থাকব, রায়েদও থাকবে। **শিশু ৮:** তাহলে আমরা ভয় পাব না। **রায়েদ:** ভয়কে জয় করাই তোমাদের প্রথম জয়। **শিশু ৯:** আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা সত্য বলব। **রায়েদ:** তোমাদের প্রতিশ্রুতিই আমার শক্তি। **শিশু ১০:** আমরা একসাথে থাকব। **সায়রা:** একসাথে থাকাই আলোয় হাঁটার পথ।

6.05 গ্রামবাসীর প্রতিজ্ঞা [দৃশ্য: গ্রামের মঞ্চে সবাই জড়ো হয়েছে, বৃদ্ধ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন] বৃদ্ধ: আজ আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করব। **অভিভাবক ১:** আমরা ভয়কে জয় করব। **অভিভাবক ২:** আমরা মুখোশের যুগ শেষ করব। **অভিভাবক ৩:** আমরা সত্যের পথে হাঁটব। **অভিভাবক ৪:** আমরা শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করব। **অভিভাবক ৫:** আমরা একসাথে

থাকব। **সায়রা:** প্রতিজ্ঞা শুধু কথা নয়, কাজও হতে হবে। **রায়েদ:** আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি কাজ করব। **বৃদ্ধ:** প্রতিজ্ঞা হলো আলো, যা পথ দেখায়। **অভিভাবক ৬:** আমরা আলোয় হাঁটব। **অভিভাবক ৭:** আমরা ভয়কে পিছনে ফেলব। **অভিভাবক ৮:** আমরা সত্যকে সামনে আনব। **অভিভাবক ৯:** আমরা একে অপরকে রক্ষা করব। **অভিভাবক ১০:** আমরা শিশুদের

হাসি ফিরিয়ে আনব। **সায়রা:** প্রতিজ্ঞা হলো আমাদের শক্তি। **রায়েদ:** প্রতিজ্ঞা হলো আমাদের পথ। **বৃদ্ধ:** প্রতিজ্ঞা হলো আমাদের ভবিষ্যৎ। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা আলোয় হাঁটব। **সায়রা:** এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের মুক্তি।

6.06 অরিন্দমের নীরবতা [দৃশ্য: অরিন্দম একা বসে, চারপাশে নীরবতা] অরিন্দম (নিজের মনে):

তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, আমি হারিয়েছি। **অরিন্দম:** আমি মুখোশে বেঁচেছিলাম, তারা মুখোশ খুলেছে। **অরিন্দম:** আমি ভয় দেখিয়েছিলাম, তারা ভয় জয় করেছে। **অরিন্দম:** আমি একা হয়ে গেছি। **অরিন্দম:** আমি নীরব হয়ে গেছি। **অরিন্দম:** আমি প্রতিশোধ চেয়েছিলাম, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। **অরিন্দম:** আমি অন্ধকারে ছিলাম, তারা আলোয় গেছে। **অরিন্দম:** আমি হেরে গেছি।

অরিন্দম: আমি নীরব হয়ে গেছি। **অরিন্দম:** আমি আর কিছু বলতে পারি না। **অরিন্দম:** আমি শুধু দেখব। **অরিন্দম:** আমি শুধু শুনব। **অরিন্দম:** আমি শুধু নীরব থাকব। **অরিন্দম:** আমি অরিন্দম, আমি নীরব। **অরিন্দম:** আমার প্রতিশোধ শেষ। **অরিন্দম:** আমার পথ শেষ। **অরিন্দম:** আমার মুখোশ ভেঙে গেছে। **অরিন্দম:** আমি নীরব হয়ে

গেছি। **অরিন্দম:** আমি অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছি।

6.07 বৃদ্ধের দৃষ্টি [দৃশ্য: গ্রামের মঞ্চে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন, সবাই তার দিকে তাকিয়ে] বৃদ্ধ: আমি অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু হারিয়েছি। **বৃদ্ধ:** কিন্তু আজ আমি নতুন কিছু দেখছি। **অভিভাবক ১:** আপনি কী দেখছেন? **বৃদ্ধ:** আমি দেখছি, ভয় ভেঙে গেছে। **অভিভাবক ২:** আমরা কি সত্যিই বদলেছি? **বৃদ্ধ:**

বদল শুরু হয়েছে, শেষ হয়নি। **সায়রা:** আপনার দৃষ্টি আমাদের পথ দেখায়। **বৃদ্ধ:** আমার চোখে আমি ভবিষ্যৎ দেখি। **রায়েদ:** ভবিষ্যৎ কেমন হবে? **বৃদ্ধ:** আলোয় ভরা, প্রতিশ্রুতিতে ভরা। **অভিভাবক ৩:** আমরা কি সেই আলোয় হাঁটতে পারব? **বৃদ্ধ:** হাঁটতে হবে, থামা যাবে না। **শিশু ১:** আমরা কি গান গাইতে পারি? **বৃদ্ধ:** গানই তো আলোকে শক্ত করে। **অভিভাবক ৪:** আপনার চোখে

শান্তি আছে। **বৃদ্ধ:** শান্তি আসে প্রতিশ্রুতি থেকে। **সায়রা:** আপনার দৃষ্টি আমাদের সাহস দেয়। **বৃদ্ধ:** সাহসই হলো আলো। **রায়েদ:** আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। **বৃদ্ধ:** আমি দেখছি, তোমরা সত্যিই বদলেছ।

6.08 চুক্তির মুহূর্ত [দৃশ্য: গ্রামের মাঝখানে সবাই হাত ধরে দাঁড়িয়েছে] সায়রা: আজ আমরা চুক্তি করব। **রায়েদ:** চুক্তি মানে প্রতিশ্রুতি। **অভিভাবক ১:** আমরা

ভয়কে জয় করব। **অভিভাবক ২:** আমরা সত্যের পথে হাঁটব। **অভিভাবক ৩:** আমরা শিশুদের রক্ষা করব। **অভিভাবক ৪:** আমরা একসাথে থাকব। **বৃদ্ধ:** চুক্তি হলো আলো। **শিশু ১:** আমরা গান গাইব। **শিশু ২:** আমরা হাসব। **সায়রা:** এই চুক্তি আমাদের শক্তি। **রায়েদ:** এই চুক্তি আমাদের পথ। **অভিভাবক ৫:** আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। **অভিভাবক ৬:** আমরা একে

অপরকে রক্ষা করব। **অভিভাবক ৭:** আমরা আলোয় হাঁটব। **বৃদ্ধ:** চুক্তি হলো ভবিষ্যৎ। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা চুক্তি করছি, আমরা আলোয় হাঁটব। **সায়রা:** এই মুহূর্তই আমাদের মুক্তি। **রায়েদ:** এই মুহূর্তই আমাদের শক্তি। **বৃদ্ধ:** এই মুহূর্তই আমাদের ভবিষ্যৎ। **গ্রামবাসীরা:** আমরা একসাথে থাকব। **6.09 যাত্রা শুরু [দৃশ্য: গ্রামের পথ ধরে সবাই হাঁটছে, ভোরের**

আলোয় নতুন দিন শুরু] সায়রা: আমরা যাত্রা শুরু করেছি। **রায়েদ:** এই পথই আমাদের প্রতিশ্রুতির পথ। **অভিভাবক ১:** আমরা ভয়কে পিছনে ফেলেছি। **অভিভাবক ২:** আমরা সত্যকে সামনে এনেছি। **অভিভাবক ৩:** আমরা শিশুদের হাসি ফিরিয়ে এনেছি। **অভিভাবক ৪:** আমরা একসাথে হাঁটছি। **বৃদ্ধ:** এই যাত্রাই আমাদের মুক্তি। **শিশু ১:** আমরা গান গাইছি। **শিশু ২:** আমরা হাসছি।

সায়রা: এই হাসিই আমাদের শক্তি। **রায়েদ:** এই গানই আমাদের পথ। **অভিভাবক ৫:** আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি। **অভিভাবক ৬:** আমরা একে অপরকে রক্ষা করছি। **অভিভাবক ৭:** আমরা আলোয় হাঁটছি। **বৃদ্ধ:** এই যাত্রাই আমাদের ভবিষ্যৎ। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আমরা যাত্রা শুরু করেছি, আমরা আলোয় হাঁটছি। **সায়রা:** এই পথই আমাদের মুক্তি। **রায়েদ:** এই পথই

আমাদের শক্তি। **বৃদ্ধ:** এই পথই আমাদের ভবিষ্যৎ। **গ্রামবাসীরা:** আমরা একসাথে থাকব।

6.10 নতুন ভোর [দৃশ্য: গ্রামবাসীরা দীর্ঘ রাতের পর ভোরের আলোয় একত্রিত হয়েছে, চারদিকে শান্তি ও আশার আবহ]

সায়রা: দেখো, রাত শেষ হয়েছে, নতুন ভোর এসেছে। **রায়েদ:** এই ভোরই আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতীক। **অভিভাবক ১:** আমরা এতদিন

অন্ধকারে ছিলাম, এখন আলোয় দাঁড়িয়ে আছি। **অভিভাবক ২:** ভয় আর নেই, শুধু সাহস আছে। **শিশু ১:** আমরা আবার খেলতে পারি, তাই না? **সায়রা:** হ্যাঁ, তোমাদের হাসিই তো আমাদের শক্তি। **বৃদ্ধ:** এই ভোর আমাদের মুক্তির বার্তা। **অভিভাবক ৩:** আমরা একসাথে থাকব, কখনো আলাদা হব না। **রায়েদ:** প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। **অভিভাবক ৪:** আমরা সত্যের পথে

হাঁটব। **শিশু ২:** আমরা গান গাইব, সবাই মিলে। **গ্রামবাসীরা (একসাথে):** আলোয় আমরা একসাথে। **সায়রা:** এই ভোরই আমাদের নতুন পথ। **রায়েদ:** এই ভোরই আমাদের নতুন প্রতিশ্রুতি। **বৃদ্ধ:** এই ভোরই আমাদের ভবিষ্যৎ। **অভিভাবক ৫:** আমরা ভয়কে জয় করেছি। **অভিভাবক ৬:** আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব। **শিশু ৩:** আমরা হাসব, আমরা গান গাইব।

সায়রা: এই ভোরই আমাদের মুক্তি।
রায়েদ: এই ভোরই আমাদের শক্তি।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19

ঐক্য ভাঙা

সূচীপত্র

7.01.	প্রতিশোধের ছায়া	195
7.02.	অরিন্দমের পুনরাগমন	198
7.03.	সায়রার দ্বন্দ্ব	200
7.04.	রায়েদের সংকেত	204
7.05.	শিশুদের ভয়	207
7.06.	গ্রামবাসীর বিভ্রান্তি	210
7.07.	বৃদ্ধের সতর্কতা	214
7.08.	অন্ধকারের বার্তা	216
7.09.	ভয়ের রাত	219
7.10.	ভোরের অপেক্ষা	221

7.01 অরিন্দমের পুনরাগমন

অরিন্দম দীর্ঘদিনের নীরবতার পর গ্রামে ফিরে আসে। তার পদক্ষেপ ছিল ধীর কিন্তু দৃঢ়, যেন প্রতিটি পদক্ষেপে সে অতীতের ক্ষতকে আবার উন্মোচন করছে। গ্রামবাসীরা প্রথমে তাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ ঘরে লুকিয়ে পড়ে, আবার কেউ দূর থেকে

তাকিয়ে থাকে। তার চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছিল। বাতাসে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। শিশুরা খেলা থামিয়ে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নেয়। অরিন্দমের মুখে কোনো হাসি ছিল না, শুধু কঠিন অভিব্যক্তি। তার উপস্থিতি গ্রামে অন্ধকারের ছায়া নামিয়ে আনে। সবাই বুঝতে পারে, সে

শান্তির জন্য আসেনি। তার চোখে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা মনে মনে প্রশ্ন করে, এই আগমন কি নতুন বিপদের সূচনা? অরিন্দমের নীরবতা ছিল ভয়ংকর। তার প্রতিটি দৃষ্টি যেন হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের পথগুলো নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষজন নিজেদের

মধ্যে ফিসফিস করে। কেউ কেউ ভাবে, সে হয়তো ক্ষমা চাইতে এসেছে। কিন্তু তার চোখে ক্ষমার কোনো ছাপ ছিল না। অরিন্দমের আগমন ছিল অন্ধকারের বার্তা। তার চারপাশে যেন বাতাসও ভারী হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি ঘরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অরিন্দমের পদক্ষেপে গ্রাম যেন কেঁপে ওঠে।

7.02 সায়রার দ্বন্দ্ব সায়রা নিজের মনে দ্বিধায় ভুগছিল। একদিকে গ্রামবাসীর নিরাপত্তা, অন্যদিকে অরিন্দমের প্রতিশোধ। সে জানত, অরিন্দম সহজে থামবে না। তার মনে প্রশ্ন জাগছিল—কীভাবে এই অন্ধকারকে

প্রতিহত করা যায়। সায়রা নিজের সংকল্পকে দৃঢ় করার চেষ্টা করছিল। সে ভাবছিল, প্রতিশোধের আগুনকে কি আলো দিয়ে নিভানো সম্ভব? তার হৃদয়ে ভয় ছিল, কিন্তু সেই ভয়কে জয় করার ইচ্ছাও ছিল প্রবল। সায়রা জানত, তাকে একা লড়াই করতে হবে না, গ্রামবাসীকে পাশে দাঁড়াতে

হবে। কিন্তু সবাই কি প্রস্তুত? এই দ্বন্দ্ব তাকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে তুলছিল। তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল, কিন্তু সে তা মুছে ফেলছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছিল, অন্ধকারকে জয় করতেই হবে। তার মনে হচ্ছিল, প্রতিশোধের ছায়া শুধু অরিন্দমের নয়, পুরো গ্রামের

ওপর নেমে এসেছে। সায়রা জানত, এই দ্বন্দ্ব তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তার হৃদয়ে আলো আর অন্ধকারের লড়াই চলছিল। প্রতিটি মুহূর্তে সে নিজের সংকল্পকে শক্ত করছিল।

7.03 রায়েদের সংকেত রায়েদ বুঝতে পারছিল, অরিন্দমের আগমন কোনো সাধারণ ঘটনা

নয়। সে গ্রামের মানুষদের সতর্ক করতে শুরু করে। তার সংকেত ছিল স্পষ্ট—অন্ধকার আসছে, সবাইকে প্রস্তুত হতে হবে। সে শিশুদের নিরাপদ স্থানে পাঠায়। অভিভাবকদের একত্রিত করে পরিকল্পনা করে। তার চোখে ভয় ছিল না, বরং দায়িত্ববোধ। সে জানত, প্রতিশোধের ছায়া গ্রামকে গ্রাস

করতে পারে। তাই সে প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন করছিল। তার সংকেত গ্রামবাসীর মনে সাহস জাগায়। তারা বুঝতে পারে, একসাথে থাকলেই অন্ধকারকে প্রতিহত করা সম্ভব। রায়েদ নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে গ্রামকে রক্ষা করবে। তার সংকেত ছিল আশার আলো। তার প্রতিটি

নির্দেশ গ্রামবাসীর মনে নতুন শক্তি জাগায়। তারা বুঝতে পারে, রায়েদ শুধু শিক্ষক নয়, পথপ্রদর্শকও।

7.04 শিশুদের ভয় শিশুরা অরিন্দমকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে ভয় জন্ম নেয়, যেন অন্ধকার তাদের ঘিরে ফেলেছে। তারা খেলা বন্ধ করে মায়ের আঁচলে

লুকিয়ে যায়। তাদের চোখে প্রশ্ন—কেন এই মানুষটা ফিরে এসেছে? তারা বুঝতে পারছিল না প্রতিশোধ কী। কিন্তু তারা অনুভব করছিল, কিছু একটা ভয়ংকর ঘটতে যাচ্ছে। তাদের হাসি থেমে যায়, কান্না ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুদের ভয় সহজে কাটছিল

না। অরিন্দমের ছায়া তাদের শৈশবকে অস্থির করে তোলে। তাদের মনে হচ্ছিল, রাত আর কখনো শেষ হবে না। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের হৃদয়ে আতঙ্ক বাড়ছিল। তারা ভাবছিল, অন্ধকার কি সত্যিই আলোকে জয় করবে?

7.05 গ্রামবাসীর বিভ্রান্তি

গ্রামবাসীরা দ্বিধায় পড়ে যায়।

কেউ কেউ ভাবছিল, অরিন্দমকে প্রতিহত করতে হবে। আবার কেউ কেউ মনে করছিল, তাকে শান্ত করতে হবে। বিভ্রান্তি গ্রামকে দুর্বল করে তোলে। তারা জানত না কোন পথে হাঁটবে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে পড়ে। কেউ কেউ সাহস করে বাইরে দাঁড়ায়। এই বিভ্রান্তি

অরিন্দমের শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। কারণ সে জানত, বিভক্ত মানুষ সহজে জয় করা যায়। গ্রামবাসীর মনে প্রশ্ন জাগে— কীভাবে প্রতিশোধের ছায়া থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? তাদের মনে হচ্ছিল, আলো আর অন্ধকারের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বিভ্রান্তি তাদের সাহসকে দুর্বল করে দিচ্ছিল।

7.06 বৃদ্ধের সতর্কতা গ্রামের বৃদ্ধ সবাইকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, অরিন্দমের প্রতিশোধ সহজে থামবে না। তার চোখে অভিজ্ঞতার ছাপ ছিল। তিনি জানতেন, প্রতিশোধের আগুন গ্রামকে পুড়িয়ে দিতে পারে। তাই তিনি সবাইকে একত্রিত হতে বলেন। তার সতর্কতা গ্রামবাসীর মনে

ভয় জাগায়, কিন্তু সেই ভয়ই তাদের একত্রিত করে। বৃদ্ধের কথা ছিল দৃঢ়, যেন তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বলেন, অন্ধকারকে জয় করতে হলে আলোয় বিশ্বাস রাখতে হবে। তার সতর্কতা ছিল গ্রামের জন্য আশীর্বাদ। তার প্রতিটি কথা গ্রামবাসীর মনে সাহস জাগায়। তারা

বুঝতে পারে, অভিজ্ঞতার দৃষ্টি কখনো ভুল হয় না।

7.07 অন্ধকারের বার্তা

অরিন্দম গ্রামে প্রবেশ করে এক অদ্ভুত বার্তা ছড়িয়ে দেয়। তার প্রতিটি পদক্ষেপে অন্ধকার যেন ছড়িয়ে পড়ে। সে কোনো কথা বলে না, কিন্তু তার উপস্থিতিই বার্তা হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে,

সে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। তার চোখে ছিল নীরব হুমকি। এই বার্তা সবাইকে আতঙ্কিত করে তোলে। তারা জানত, অরিন্দমের প্রতিশোধ গ্রামকে ধ্বংস করতে পারে। তার নীরবতা ছিল ভয়ংকর। প্রতিটি মুহূর্তে তার ছায়া গ্রামকে গ্রাস করছিল।

7.08 ভয়ের রাত রাত নেমে আসে, গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়। অরিন্দমের ছায়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা ঘরে লুকিয়ে থাকে। বাইরে ছিল নিস্তব্ধতা, শুধু বাতাসের শব্দ। শিশুদের কান্না রাতকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। কেউ কেউ প্রার্থনা করে, কেউ কেউ জেগে

থাকে। এই রাত ছিল ভয়ের রাত। সবাই জানত, অরিন্দম কিছু একটা করবে। কিন্তু কেউ জানত না কী। রাত যেন অনন্ত হয়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্তে ভয় বাড়তে থাকে।

7.09 ভোরের অপেক্ষা

গ্রামবাসীরা ভোরের অপেক্ষায় থাকে। তারা আশা করে, আলো আসবে আর অন্ধকার

দূর হবে। তাদের চোখে ছিল ক্লান্তি, কিন্তু মনে ছিল আশা। তারা জানত, প্রতিশোধের ছায়া চিরকাল থাকতে পারে না। ভোরই তাদের মুক্তি। তারা অপেক্ষা করছিল, কখন সূর্য উঠবে। সেই অপেক্ষা ছিল দীর্ঘ, কিন্তু আশায় ভরা। ভোরের আলোই তাদের নতুন প্রতিশ্রুতি। প্রতিটি হৃদয়ে

আলো আসার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। তারা বিশ্বাস করছিল, অন্ধকারের পরেই আলো আসে।

7.10 নতুন সংকল্প

অরিন্দমের ছায়া গ্রামকে ঘিরে ফেলেছিল, কিন্তু ভোরের আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে নতুন শক্তি জন্ম নেয়। রাতের ভয়, কান্না আর বিভ্রান্তি ধীরে ধীরে

মিলিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে, প্রতিশোধের আগুনকে তারা আর ভয় পাবে না। তারা একে অপরের দিকে তাকায়, চোখে সাহসের ঝিলিক দেখা যায়। সায়রা নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনো দ্বিধা নয়—এবার সে সত্যের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। তার হৃদয়ে ভয় থাকলেও সেই ভয়কে জয় করার সংকল্প আরও

শক্ত হয়ে ওঠে। রায়েদও বুঝতে পারে, শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব শুধু পাঠ দেওয়া নয়, বরং মানুষকে পথ দেখানো। সে শিশুদের দিকে তাকায়, তাদের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে।

গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা আর অরিন্দমের ছায়াকে গ্রাম দখল করতে দেবে না। বৃদ্ধ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে

বলেন, প্রতিশোধের অন্ধকারকে জয় করার একমাত্র উপায় হলো ঐক্য। তার অভিজ্ঞতার দৃষ্টি সবাইকে আশ্বস্ত করে।

শিশুরা আবার খেলায় মেতে ওঠে, তাদের হাসি গ্রামে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে আনে। অভিভাবকরা একে অপরের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করে, তারা একসাথে থাকবে। অরিন্দমের নীরবতা আর ভয়ংকর

দৃষ্টি আর তাদের কাঁপাতে পারবে না।

এই নতুন সংকল্পই গ্রামকে আলোয় ভরা পথে নিয়ে যায়। প্রতিশোধের ছায়া এখনো আকাশে ভাসছে, কিন্তু মানুষের মনে আর ভয় নেই। তারা জানে, আলোই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে।

গ্রামবাসীর প্রতিটি হৃদয়ে প্রতিশ্রুতির আগুন জ্বলে ওঠে।

তারা বিশ্বাস করে, অন্ধকার যতই গভীর হোক, ভোর আসবেই। এই বিশ্বাসই তাদের নতুন শক্তি। এই সংকল্পই তাদের ভবিষ্যৎ।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19

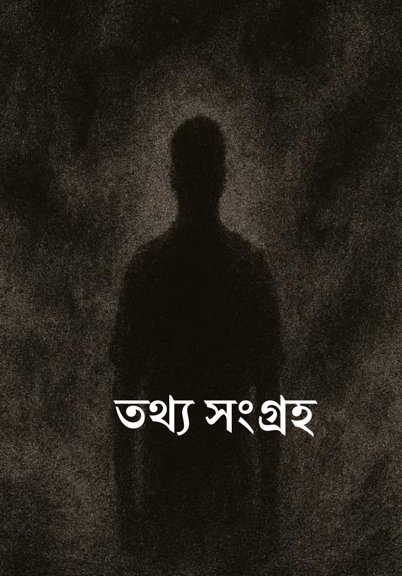
তথ্য সংগ্রহ

সূচীপত্র

8.01.	পর্যবেক্ষণ	227
8.02.	নোটবুক এন্ট্রি	230
8.03.	গোপন রিপোর্ট	232
8.04.	মাস্টারমাইন্ডকে পাঠানো	235
8.05.	তথ্যের বিশ্লেষণ	238
8.06.	দুর্বলতা চিহ্নিত	241
8.07.	বিভাজন বাড়ানো	245
8.08.	নিয়ন্ত্রণ তৈরি	247
8.09.	তথ্যের ব্যবহার	250
8.10.	পরবর্তী নির্দেশনা	254

৮.০১ — পর্যবেক্ষণ

রায়েদ ভোরবেলা নোটবুক হাতে নিয়ে গ্রামের পথে হাঁটছিল। সূর্যের আলো appena উঠেছে, আর সে চারপাশে চোখ রাখছে যেন প্রতিটি ছোট্ট ঘটনার ভেতর লুকানো রহস্য খুঁজে বের করতে চায়। সে দেখে ইশু মাঠের দিকে যাচ্ছে, হাতে লাঠি ঘোরাচ্ছে—মনে হয় শক্তি দেখাতে চায়। ভোরু এক কোণে বসে বই পড়ছে, যেন চারপাশের কোলাহল তার কাছে নেই। লোমুগ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কারও সাথে দরদাম করছে, আর ভিকা আয়নায় নিজের চুল ঠিক করছে। রায়েদ নোটবুকে লিখে রাখে—

- "ইশু: সক্রিয়, কিন্তু অস্থির।"
- "ভোরু: নীরব, চিন্তাশীল।"
- "লোমুগ: সামাজিকভাবে দুর্বল, অর্থনৈতিক চাপ।"
- "ভিকা: অহংকারপ্রবণ, ভোগবাদী।"

তার চোখে পড়ে, গ্রামের মোড়ে কয়েকজন লোক সভার কথা বলছে। কেউ বলছে যাবে, কেউ বলছে সময় নেই। রায়েদ বুঝতে পারে—কে আসছে, কে আসছে না—এটাই আসল সংকেত।

সে নোটবুকে লিখে রাখে:

- "সভায় অনাগ্রহ = নেতৃত্বে আস্থাহীনতা।"
- "গোপন ফিসফাস = সন্দেহের বীজ।"

রায়েদ জানে না, তার এই সাধারণ পর্যবেক্ষণই পরে মাস্টারমাইন্ডের হাতে গিয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্র হয়ে উঠবে। এভাবে গল্পের ভেতরে ৮.০১ পর্যবেক্ষণ অংশে রায়েদের নোটবুকের প্রথম এন্ট্রি ফুটে ওঠে।

৮.০২ — নোটবুক এন্ট্রি

রায়েদ নিজের ছোট্ট কাঠের টেবিলে বসে নোটবুক খুলল। সকালের পর্যবেক্ষণগুলো তার মাথায় ঘুরছে। সে জানে, এই তথ্যগুলো সাধারণ মনে হলেও একদিন বড় কাজে লাগবে। সে লিখতে শুরু করল—

- "ইশু মাঠে যায় প্রতিদিন ভোরে → শক্তি আছে, কিন্তু রাগও আছে।"

তথ্য

- "ভোরু বই পড়ে, নীরব থাকে ⟶ চিন্তাশীল, কিন্তু আলাদা হয়ে যায়।"
- "লোমুগ দোকানে বসে থাকে, ঋণ নেয় ⟶ দুর্বল, সহজে চাপ দেওয়া যায়।"
- "ভিকা সাজগোজে ব্যস্ত ⟶ অহংকারপ্রবণ, প্রতিযোগিতায় নামতে চাইবে।"

এরপর সে সভার কথা লিখল—
- "সভায় মাত্র ৩০–৩৫ জন এসেছে, অথচ ২০০ পরিবার আছে।"
- "প্রধান বললেন প্রতিযোগিতা ছাড়া মজা নেই।"

- "শিশু বলল—নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে কেন কেউ আসতে চায় না।"
- "গ্রামে ফিসফাস চলছে, মানুষ আসতে চায় না।"

রায়েদ নোটবুক বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মনে হলো, এই ছোট ছোট তথ্যগুলো যেন গ্রামের ভেতরে লুকানো আগুন। কেউ যদি এগুলো একত্র করে, তবে আগুন ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না।

৮.০৩ — গোপন রিপোর্ট

রাত গভীর। গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু রায়েদ তখনও জেগে আছে। তার নোটবুকের পাতাগুলো ভরে গেছে দিনের

পর্যবেক্ষণে। সে জানে, এই তথ্যগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তেমন মূল্যবান নয়, কিন্তু মাস্টারমাইন্ডের হাতে গেলে এগুলো হয়ে উঠবে ভয়ঙ্কর অস্ত্র।

রায়েদ সাবধানে নোটবুকের কয়েকটি অংশ কপি করে ছোট্ট খামে ভরে রাখে। খামের ভেতরে লেখা থাকে—

- সভায় কম উপস্থিতি
- প্রধানের প্রতিযোগিতার বক্তব্য
- শিশুর অদ্ভুত প্রশ্ন
- গ্রামের ফিসফাস

সে খামটা গোপনে এক নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসে—পুরনো বটগাছের নিচে, যেখানে

মাস্টারমাইন্ডের লোকেরা মাঝে মাঝে আসে। রায়েদ জানে, সকালে খামটা আর সেখানে থাকবে না।

তার মনে ভয় কাজ করে, কিন্তু একইসাথে এক অদ্ভুত উত্তেজনাও। সে ভাবে—

"আমি শুধু লিখে যাচ্ছি। কিন্তু এই লেখা দিয়ে কেউ যদি পুরো গ্রামকে নাড়িয়ে দেয়, তবে দায় আমার নয়।"

রায়েদ নোটবুক বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বাইরে কুকুর ডাকছে, আর ভেতরে তার মনে হচ্ছে—তথ্য এখন আর শুধু তথ্য নয়, এটা হয়ে উঠছে গোপন রিপোর্ট।

৮.০৪ — মাস্টারমাইন্ডকে পাঠানো

ভোরের আলো ফোটার আগেই মাস্টারমাইন্ডের লোকেরা বটগাছের নিচ থেকে খামটি তুলে নেয়। ভেতরে রায়েদের লেখা গোপন নোট—সভায় কম উপস্থিতি, প্রধানের প্রতিযোগিতার চাপ, শিশুর অদ্ভুত প্রশ্ন, আর গ্রামের ফিসফাস।

মাস্টারমাইন্ড খাম খুলে ধীরে ধীরে পড়তে থাকে। তার চোখে এক অদ্ভুত ঝিলিক দেখা যায়।

সে ভাবে—

"মানুষ আসছে না মানে তারা অসন্তুষ্ট। প্রধানের প্রতিযোগিতার কথা মানে তারা জোর করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। শিশুর প্রশ্ন মানে

নতুন প্রজন্মও বিভ্রান্ত। আর ফিসফাস মানে গুজব ছড়ানোর জন্য মাটি প্রস্তুত।”

সে নোটগুলো আলাদা করে রাখে, যেন প্রতিটি তথ্যকে অস্ত্র বানাবে।

- সভার কম উপস্থিতি → নেতৃত্ব দুর্বলতার প্রমাণ।
- প্রধানের বক্তব্য → বিভাজন বাড়ানোর সুযোগ।
- শিশুর প্রশ্ন → ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হতাশা।
- ফিসফাস → গুজব ছড়ানোর উপাদান।

মাস্টারমাইন্ডের ঠোঁটে হালকা হাসি ফুটে ওঠে। সে জানে, এই ছোট ছোট তথ্য দিয়েই গ্রামে বড় আগুন জ্বালানো সম্ভব।

৮.০৫ — তথ্যের বিশ্লেষণ

মাস্টারমাইন্ড টেবিলে বসে রায়েদের পাঠানো রিপোর্ট খুলে রাখল। পাতার পর পাতা ছোট ছোট নোট, কিন্তু তার চোখে এগুলো যেন একেকটা অস্ত্র।

সে প্রথমে সংখ্যার দিকে তাকাল—সভায় মাত্র ৩০–৩৫ জন এসেছে, অথচ গ্রামে ২০০ পরিবার।

“এটাই প্রমাণ,” সে মনে মনে বলল, “মানুষ প্রধানের নেতৃত্বে আস্থা হারাচ্ছে।”

এরপর প্রধানের বক্তব্য পড়ল—

“প্রতিযোগিতা ছাড়া মজা নেই।”

মাস্টারমাইন্ড ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, “এটা দিয়ে আমি মানুষকে জোরপূর্বক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিতে পারব। প্রতিযোগিতা মানেই বিভাজন।”

শিশুর অদ্ভুত প্রশ্ন তার চোখে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল—

“নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে কেন কেউ আসতে চায় না।” সে ভাবল, “নতুন প্রজন্মও বিভ্রান্ত। আমি যদি এই বিভ্রান্তিকে আরও বড়

করি, তবে ভবিষ্যৎও আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।"

সবশেষে গ্রামের ফিসফাস—

মাস্টারমাইন্ড বুঝল, গুজব ছড়ানোর জন্য মাটি প্রস্তুত।

"মানুষের মনে সন্দেহ আছে। আমি শুধু আগুনে ঘি ঢালব।"

সে রিপোর্টের পাশে নিজের নোট লিখল—

- নেতৃত্ব দুর্বল → আস্থা ভাঙা
- প্রতিযোগিতা → হিংসা ও ঈর্ষা বাড়ানো
- শিশুর বিভ্রান্তি → ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণ

- ফিসফাস ⟶ গুজব ছড়িয়ে সমাজে আগুন জ্বালানো

মাস্টারমাইন্ডের চোখে তখন এক অদ্ভুত ঝিলিক। সে জানে, এই তথ্যগুলো দিয়ে গ্রামে শুধু বিভাজন নয়, পুরো সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার পথ খুলে গেছে।

৮.০৬ — দুর্বলতা চিহ্নিত

মাস্টারমাইন্ড রায়েদের রিপোর্টের পাতাগুলো আবার পড়তে শুরু করল। এবার তার লক্ষ্য ছিল—কারা সবচেয়ে সহজে প্রভাবিত হবে, আর কারা প্রতিরোধ করবে।

সে নোটে আঙুল রেখে ভাবল—

- ইশু: শক্তিশালী হলেও রাগী। তাকে উস্কানি দিলে সহজেই সংঘর্ষে নামবে।
- ভোরু: নীরব, চিন্তাশীল। তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে আর কাজে লাগানো যাবে না।
- লোমুগ: ঋণে জর্জরিত। অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।
- ভিকা: অহংকারপ্রবণ। তাকে প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিলে অন্যদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াবে।
- দেবা: হিসেবি, সন্দেহপ্রবণ। তাকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালানো সম্ভব।
- ডিমি: সরল, হাসিখুশি। তাকে দিয়ে গুজব ছড়ানো সবচেয়ে সহজ।

- সাঁকু: সবসময় পর্যবেক্ষণ করে। তাকে গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

- রাসু: বড়গোছের চেহারা। তাকে সামনে এনে অন্যদের মধ্যে ঈর্ষা জাগানো যাবে।

মাস্টারমাইন্ড নিজের খাতায় লিখল—

"দুর্বলতা মানেই সুযোগ। প্রতিটি চরিত্রের দুর্বলতা দিয়ে আমি তাদের নিয়ন্ত্রণ করব। কেউ রাগে, কেউ অহংকারে, কেউ অর্থে, কেউ সরলতায়—সবাই আমার হাতে খেলবে।"

তার চোখে তখন এক অদ্ভুত ঝিলিক। সে জানে, এই দুর্বলতাগুলোই হবে তার বিভাজনের অস্ত্র।

৮.০৭ — বিভাজন বাড়ানো

মাস্টারমাইন্ড এবার তার হাতে পাওয়া দুর্বলতাগুলো কাজে লাগাতে শুরু করল। সে জানে, শুধু তথ্য সংগ্রহ করলেই হবে না—তথ্যকে ব্যবহার করে মানুষের মধ্যে সন্দেহ, প্রতিযোগিতা আর ঈর্ষা ছড়াতে হবে।

গল্পের দৃশ্য

গ্রামের মোড়ে কয়েকজন বসে কথা বলছিল। হঠাৎ গুজব ছড়িয়ে পড়ল—

"প্রধান বলেছে, যারা প্রতিযোগিতায় নামবে না, তারা গুরুত্ব পাবে না।"

ইশু রেগে গিয়ে বলল, "আমাকে কেউ ছোট করে দেখাতে পারবে না।"

ভিকা অহংকারে হাসল, "আমিই দেখাবো কে সেরা।"

লোমুগ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার মনে ভয়—ঋণের বোঝা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামলে আরও হাসাহাসি হবে।

ডিমি সবার কাছে খবর ছড়িয়ে দিল, "শুনেছো? এবার আসল লড়াই শুরু হবে।"

রাসুকে সামনে আনা হলো, তার বড়গোছের চেহারা দেখে অন্যরা মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলতে লাগল।

গ্রামের ভেতরে ধীরে ধীরে বিভাজনের আগুন জ্বলে উঠল।

কেউ প্রতিযোগিতায় নামতে চাইছে, কেউ ভয় পাচ্ছে, কেউ আবার মনে করছে— "আমাদের গুরুত্ব নেই।"

মাস্টারমাইন্ড দূর থেকে সবকিছু দেখছে। তার মনে হচ্ছে,

"মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোই আসল জয়। সন্দেহ আর প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে দিলে ঐক্য ভেঙে পড়বে।"

৮.০৮ — নিয়ন্ত্রণ তৈরি

গ্রামে বিভাজনের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ইশু রাগে ফুঁসছে, ভিকা অহংকারে প্রতিযোগিতায় নামছে, লোমুগ ভয় আর ঋণে জর্জরিত হয়ে নীরব হয়ে যাচ্ছে। ডিমি হাসতে হাসতে গুজব ছড়াচ্ছে, আর রাসুকে সামনে এনে অন্যদের মধ্যে ঈর্ষা জাগানো হচ্ছে।

এই বিশৃঙ্খলার মাঝেই মাস্টারমাইন্ড নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল।

সে গোপনে কয়েকজনকে আলাদা করে ডেকে বলল—

"তোমরা যদি আমার কথা শোনো, তবে তোমাদের গুরুত্ব বাড়বে। প্রধানের কথা শুনে

লাভ নেই, আমি তোমাদের আসল শক্তি দেখাবো।"

মানুষ ধীরে ধীরে তার দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। কেউ প্রতিযোগিতায় নামার জন্য তার পরামর্শ চাইছে, কেউ আবার গোপনে তার কাছে খবর পৌঁছে দিচ্ছে।

মাস্টারমাইন্ড বুঝতে পারল—

- ইশুকে উস্কানি দিয়ে সংঘর্ষে নামানো যাবে।
- ভিকাকে অহংকারে ঠেলে দিয়ে অন্যদের সাথে লড়াই করানো যাবে।
- লোমুগকে অর্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে।

- ডিমিকে গুজব ছড়ানোর যন্ত্র বানানো যাবে।

গ্রামের ভেতরে তখন এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ আর প্রধানের দিকে তাকাচ্ছে না, বরং মাস্টারমাইন্ডের দিকে তাকাচ্ছে। সে যেন অদৃশ্যভাবে সবার ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করছে—কেউ তার কথা শুনে, কেউ তার ভয় পেয়ে, কেউ আবার তার প্রতিশ্রুতির আশায়।

মাস্টারমাইন্ডের চোখে তখন এক অদ্ভুত সন্তুষ্টি। সে জানে, বিভাজন শুধু শুরু। এখন থেকে গ্রাম তার হাতে খেলবে।

৮.০৯ — তথ্যের ব্যবহার

গ্রামে বিভাজন ছড়িয়ে পড়েছে, আর মাস্টারমাইন্ড এবার তথ্যকে সরাসরি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল।

গল্পের দৃশ্য

ডিমি হাসতে হাসতে গুজব ছড়াচ্ছে—

“শুনেছো? প্রধান নাকি বলেছে, যারা প্রতিযোগিতায় নামবে না তারা গুরুত্ব পাবে না।”

মানুষের মনে সন্দেহ আরও বাড়ছে।

ইশুকে আলাদা করে বলা হলো—

“ভিকা তোমাকে ছোট করে দেখছে।”

ইশু রাগে ফুঁসে উঠল।

লোমুগকে কানে কানে শোনানো হলো—

“ঋণ শোধ করতে হলে তোমাকে প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে।”

সে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

রাসুকে সামনে আনা হলো, তার বড়গোছের চেহারা দেখে অন্যরা মনে মনে বলল—

“আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই।”

গ্রামের ভেতরে তখন এক অদ্ভুত চাপ তৈরি হলো।

মানুষ শুধু প্রতিযোগিতা নয়, নিজেদের অবস্থান নিয়েও চিন্তায় পড়ল।

কেউ ভাবছে—“আমাকে ছোট করা হচ্ছে।”

কেউ ভাবছে—“আমার কোনো গুরুত্ব নেই।”

কেউ আবার মনে করছে—“ঋণ শোধ করতে হলে আমাকে লড়াই করতেই হবে।”

মাস্টারমাইন্ড দূর থেকে সবকিছু দেখছে।

সে জানে, তথ্য এখন আর শুধু নোটবুকের লেখা নয়—এটা হয়ে উঠেছে গুজব, প্রচারণা, আর মানসিক চাপের অস্ত্র।

৮.১০ — পরবর্তী নির্দেশনা

মাস্টারমাইন্ড রায়েদের রিপোর্ট বিশ্লেষণ শেষ করে টেবিলে বসে নতুন পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করল। তার চোখে তখন এক অদ্ভুত তৃপ্তি—গ্রামের ভেতরে বিভাজন ছড়িয়ে গেছে, মানুষ সন্দেহে ভুগছে, প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। এখন সময় এসেছে পরবর্তী নির্দেশনা দেওয়ার।

গল্পের দৃশ্য

সে গোপনে কয়েকজনকে বার্তা পাঠাল—

“পরের সভায় নতুন বিষয় আনো। শুধু পড়াশোনা নয়, এবার বলো কে বেশি শক্তিশালী, কে বেশি ধনী, আর কে বেশি জনপ্রিয়।”

ইশুকে বলা হলো—

“ভিকাকে চ্যালেঞ্জ করো, দেখাও তুমি তার চেয়ে শক্তিশালী।”

ভিকাকে উস্কানি দেওয়া হলো—

“ইশু তোমাকে ছোট করছে, তাকে হারাতে হবে।”

লোমুগকে চাপ দেওয়া হলো—
“ঋণ শোধ করতে হলে এবার প্রতিযোগিতায় নামতেই হবে।”
ডিমিকে নির্দেশ দেওয়া হলো—
“গুজব ছড়াও যে প্রধান কিছু লোককে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।”
রাসুকে সামনে আনা হলো—
“তুমি সভায় দাঁড়িয়ে বলো, তোমার মতো মানুষই গ্রামের আসল শক্তি।”
ফলাফল
গ্রামের ভেতরে তখন নতুন উত্তেজনা তৈরি হলো।

মানুষ শুধু প্রতিযোগিতায় নামছে না, বরং একে অপরকে হারানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

প্রধানের সভা এখন আর সাধারণ আলোচনা নয়, বরং হয়ে উঠছে লড়াইয়ের মঞ্চ।

মাস্টারমাইন্ড দূর থেকে সবকিছু দেখছে।

তার মনে হচ্ছে—

"এখন থেকে প্রতিটি সভা হবে আমার খেলার মাঠ। মানুষ নিজেরাই লড়াই করবে, আর আমি শুধু নির্দেশ দেব।"

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19

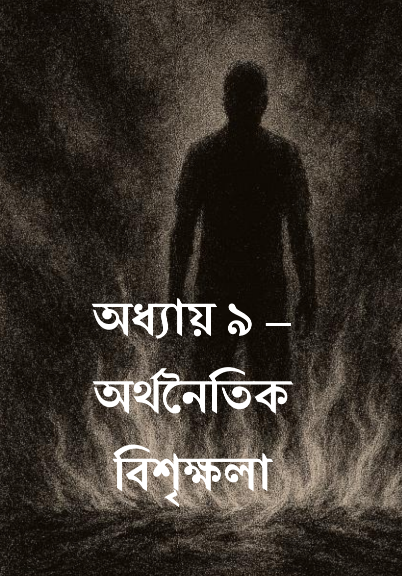
অধ্যায় ৯ –
অর্থনৈতিক
বিশৃঙ্খলা

সূচীপত্র

9.01.	অগ্নিপরীক্ষা	259
9.02.	অরিন্দমের শেষ চাল	263
9.03.	সায়রার সাহস	266
9.04.	রায়েদের প্রতিজ্ঞা	269
9.05.	শিশুদের কণ্ঠ	273
9.06.	গ্রামবাসীর রায়	277
9.07.	বৃদ্ধের সত্যবাণী	280
9.08.	রাত্রির অগ্নি	283
9.09.	সংঘর্ষের মুহূর্ত	285
9.10.	নতুন ভোর	287

9.01 অরিন্দমের শেষ চাল

অরিন্দম বুঝতে পারছিল, তার প্রতিশোধের পথ দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। তবুও সে হাল ছাড়েনি। রাতের অন্ধকারে সে আবার ষড়যন্ত্র বুনতে শুরু করে। তার চোখে ছিল হতাশা, কিন্তু সেই হতাশাই তাকে আরও ভয়ংকর করে তোলে। গ্রামবাসীরা যখন আলোয়

বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তখন অরিন্দম তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। সে গোপনে কিছু মানুষকে প্রলুব্ধ করে, তাদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামকে আবার বিভক্ত করা। কিন্তু এবার গ্রামবাসীরা আগের মতো দুর্বল ছিল না। তারা অরিন্দমের প্রতিটি পদক্ষেপ

লক্ষ্য করছিল। অরিন্দমের শেষ চাল ছিল মরিয়া প্রচেষ্টা, যেন সে শেষ মুহূর্তে গ্রামকে আবার অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়। তার প্রতিটি পদক্ষেপে ছিল ভয়, কিন্তু সেই ভয় আর গ্রামবাসীর মনে জায়গা করে নিতে পারছিল না।

9.02 সায়রার সাহস সায়রা এবার দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

সে জানত, অরিন্দমের শেষ চাল ভয়ংকর হতে পারে। কিন্তু তার হৃদয়ে ভয়কে জায়গা না দিয়ে সাহসকে শক্ত করে তোলে। সে গ্রামবাসীদের একত্রিত করে, তাদের মনে সাহস জাগায়। তার চোখে ছিল দৃঢ়তা, তার কণ্ঠে ছিল শক্তি। সায়রা বুঝতে পারছিল, এই মুহূর্তে তার সাহসই গ্রামবাসীর

শক্তি। সে প্রতিজ্ঞা করে, অরিন্দমের প্রতিশোধকে আর সফল হতে দেবে না। তার সাহস গ্রামবাসীর মনে নতুন আলো জাগায়। তারা বুঝতে পারে, সায়রার নেতৃত্বেই তারা অন্ধকারকে জয় করতে পারবে। সায়রার সাহস ছিল প্রতিশোধের আগুনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

9.03 রায়েদের প্রতিজ্ঞা রায়েদ নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করে, সে গ্রামকে রক্ষা করবে। শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব শুধু পাঠ দেওয়া নয়, বরং মানুষকে পথ দেখানো। সে জানত, অরিন্দমের প্রতিশোধ গ্রামকে ধ্বংস করতে পারে। তাই সে প্রতিজ্ঞা করে, সে শেষ পর্যন্ত লড়বে। তার প্রতিজ্ঞা

গ্রামবাসীর মনে সাহস জাগায়। তারা বুঝতে পারে, রায়েদ শুধু শিক্ষক নয়, পথপ্রদর্শকও। তার প্রতিজ্ঞা ছিল আলোয় ভরা। সে শিশুদের দিকে তাকায়, তাদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করে। তার প্রতিজ্ঞা গ্রামকে একত্রিত করে।

9.04 শিশুদের কণ্ঠ শিশুরা এবার ভয়কে জয় করে। তারা

একসাথে গান গাইতে শুরু করে। তাদের কণ্ঠে ছিল সাহস, তাদের চোখে ছিল আলো। তারা বুঝতে পারছিল, অন্ধকারকে ভয় পেলে জয় করা যায় না। তাদের কণ্ঠ গ্রামবাসীর মনে নতুন শক্তি জাগায়। অরিন্দমের ছায়া তাদের হাসি থামাতে পারেনি। শিশুদের কণ্ঠ ছিল

প্রতিশোধের আগুনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। তাদের গান গ্রামকে আলোকিত করে তোলে।

9.05 গ্রামবাসীর রায়

গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তারা অরিন্দমের প্রতিশোধকে আর সফল হতে দেবে না। তাদের রায় ছিল দৃঢ়—অন্ধকারকে জয় করতেই

হবে। তারা একে অপরের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করে, তারা একসাথে থাকবে। তাদের রায় গ্রামকে শক্ত করে তোলে। অরিন্দমের প্রতিশোধ তাদের বিভক্ত করতে পারেনি। তাদের রায় ছিল আলোয় ভরা।

9.06 বৃদ্ধের সত্যবাণী গ্রামের বৃদ্ধ আবার সবাইকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন,

প্রতিশোধের আগুন ভয়ংকর, কিন্তু আলোই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। তার চোখে ছিল অভিজ্ঞতার ছাপ। তিনি জানতেন, অন্ধকার চিরকাল থাকতে পারে না। তার সত্যবাণী গ্রামবাসীর মনে সাহস জাগায়। তারা বুঝতে পারে, অভিজ্ঞতার দৃষ্টি কখনো

ভুল হয় না। বৃদ্ধের কথা ছিল আশীর্বাদ।

9.07 রাত্রির অগ্নি রাত নেমে আসে, গ্রাম আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। কিন্তু এবার গ্রামবাসীরা ভয় পায় না। তারা একসাথে দাঁড়িয়ে থাকে। অরিন্দম তার প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। গ্রাম কেঁপে ওঠে। কিন্তু গ্রামবাসীরা

প্রতিরোধ করে। তাদের সাহস অরিন্দমের আগুনকে দুর্বল করে তোলে। রাতের অগ্নি ভয়ংকর ছিল, কিন্তু আলো তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়।

9.08 সংঘর্ষের মুহূর্ত অরিন্দম আর গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। অন্ধকার আর আলো মুখোমুখি দাঁড়ায়। গ্রাম কেঁপে ওঠে। অরিন্দম মরিয়া হয়ে

লড়াই করে। কিন্তু গ্রামবাসীর ঐক্য তাকে দুর্বল করে তোলে। সংঘর্ষ ছিল ভয়ংকর, কিন্তু আলো ধীরে ধীরে জয়ী হতে থাকে। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে, ঐক্যই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।

9.09 নতুন ভোর সংঘর্ষ শেষে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। গ্রামবাসীরা ক্লান্ত হলেও তাদের

চোখে ছিল আশার ঝিলিক। তারা বুঝতে পারে, অন্ধকার চিরকাল থাকতে পারে না। আলোই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। তাদের হৃদয়ে নতুন প্রতিশ্রুতি জন্ম নেয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনো অন্ধকারকে গ্রামকে গ্রাস করতে দেবে না। নতুন ভোর তাদের মুক্তি দেয়।

9.10 মুক্তির শপথ

সংঘর্ষের ভয়ংকর রাত শেষে গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ধোঁয়া, ভাঙা কাঠ আর পোড়া মাটির গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলেছিল। মানুষের চোখে ক্লান্তি, শরীরে অবসাদ, কিন্তু মনে ছিল এক অদ্ভুত শান্তি। তারা জানত, অরিন্দমের প্রতিশোধের আগুন শেষ হয়ে গেছে। ভোরের প্রথম আলো যখন আকাশে ফুটে উঠল, তখন গ্রামবাসীরা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের চোখে ছিল আশার ঝিলিক। শিশুরা

কান্না থামিয়ে আবার হাসতে শুরু করে। অভিভাবকরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বৃদ্ধের চোখে ছিল তৃপ্তির ছাপ, যেন তিনি আগেই জানতেন এই ভোর আসবে।

সায়রা গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখে ক্লান্তি থাকলেও চোখে ছিল দৃঢ়তা। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনো অন্ধকারকে গ্রামকে গ্রাস করতে দেবে না। রায়েদও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখে ছিল

দায়িত্ববোধ। সে জানত, শিক্ষক হিসেবে তার কাজ এখন আরও কঠিন, কিন্তু এই ভোর তাকে নতুন শক্তি দিয়েছে।

গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তারা একসাথে থাকবে। প্রতিশোধের ছায়া তাদের ভেঙে দিতে পারেনি, বরং আরও শক্ত করেছে। তারা বিশ্বাস করে, ঐক্যই তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

শিশুরা আবার খেলায় মেতে ওঠে, তাদের হাসি গ্রামে নতুন প্রাণ ফিরিয়ে আনে। অভিভাবকরা একে অপরের

হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করে, তারা একসাথে থাকবে। অরিন্দমের নীরবতা আর ভয়ংকর দৃষ্টি আর তাদের কাঁপাতে পারবে না।

এই নতুন ভোরের আলো গ্রামকে আলোকিত করে তোলে। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকারের ছায়া এখনো দূরে কোথাও লুকিয়ে আছে, কিন্তু মানুষের মনে আর ভয় নেই। তারা জানে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেই ভবিষ্যৎ আলোকিত হবে।

গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে মুক্তির শপথ নেয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে, আর কোনো অন্ধকার তাদের বিভক্ত করতে পারবে না। তাদের শপথ ছিল দৃঢ়, তাদের হৃদয়ে ছিল আলো।

এই ভোরই তাদের মুক্তি। এই ভোরই তাদের নতুন প্রতিশ্রুতি। এই ভোরই তাদের ভবিষ্যতের পথ।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19

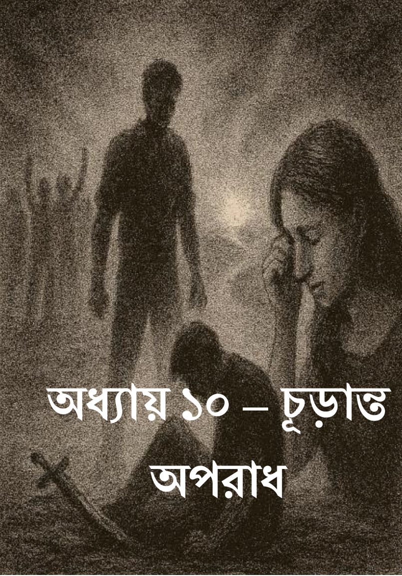

অধ্যায় ১০ – চূড়ান্ত অপরাধ

সূচীপত্র

10.01.	অন্তিম দ্বন্দ্ব	291
10.02.	অরিন্দমের পতন	294
10.03.	সায়রার অশ্রু	297
10.04.	রায়েদের মুক্তি	300
10.05.	শিশুদের হাসি	303
10.06.	গ্রামবাসীর ঐক্য	306
10.07.	বৃদ্ধের আশীর্বাদ	308
10.08.	রাত্রির অবসান	310
10.09.	নতুন প্রতিশ্রুতি	313
10.10.	ভবিষ্যতের পথ	317

10.01 অরিন্দমের পতন অরিন্দমের দীর্ঘ প্রতিশোধের যাত্রা শেষ হয়ে আসে। তার চোখে আর আগুন নেই, শুধু শূন্যতা। গ্রামবাসীর ঐক্য ও সাহসের সামনে সে ভেঙে পড়ে। তার প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। মাটিতে পড়ে থাকা অরিন্দম যেন অন্ধকারের প্রতীক হয়ে যায়। তার পতন

শুধু একজন মানুষের নয়, বরং প্রতিশোধের পতন। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে, অন্ধকার কখনো আলোকে জয় করতে পারে না। অরিন্দমের পতন গ্রামকে মুক্তি দেয়। তার মুখোশ ভেঙে যায়, অহংকার ধ্বংস হয়। তার পতন ইতিহাস হয়ে যায়।

10.02 সায়রার অশ্রু

অরিন্দমের পতনের পর

সায়রার চোখে জল আসে। সেই অশ্রু ছিল দুঃখের নয়, বরং মুক্তির। এতদিনের ভয় আর দ্বন্দ্ব মিলিয়ে যায়। তার অশ্রু গ্রামবাসীর হৃদয়ে আলো জাগায়। সবাই বুঝতে পারে, এই অশ্রু হলো প্রতিশ্রুতির প্রতীক। সায়রা জানত, তার সাহসই গ্রামকে রক্ষা করেছে। তার অশ্রু ছিল শান্তির বার্তা।

সেই অশ্রু গ্রামকে নতুন পথে নিয়ে যায়। তার চোখের জল গ্রামবাসীর মনে সাহস জাগায়। অশ্রু হয়ে ওঠে মুক্তির প্রতীক।

10.03 রায়েদের মুক্তি রায়েদ নিজের মনে মুক্তি অনুভব করে। এতদিনের দ্বিধা আর ভয় মিলিয়ে যায়। সে শিশুদের দিকে তাকায়, তাদের মুখে হাসি দেখে। তার মনে হয়,

শিক্ষক হিসেবে সে সত্যিই পথ দেখাতে পেরেছে। তার প্রতিজ্ঞা আজ বাস্তব হয়েছে। রায়েদের মুক্তি শুধু তার নয়, পুরো গ্রামের। তার প্রতিজ্ঞা গ্রামকে একত্রিত করে। তার মুক্তি গ্রামবাসীর মনে আলো জাগায়। সে বুঝতে পারে, সত্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।

10.04 শিশুদের হাসি

অরিন্দমের পতনের পর শিশুদের মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে। তারা খেলা শুরু করে, গান গায়। তাদের হাসি গ্রামকে আলোকিত করে তোলে। এতদিনের ভয় আর কান্না মিলিয়ে যায়। তাদের হাসি ছিল ভবিষ্যতের প্রতীক। গ্রামবাসীরা সেই হাসি দেখে

স্বস্তি পায়। শিশুদের হাসি গ্রামকে নতুন প্রাণ দেয়। তাদের হাসি ছিল মুক্তির বার্তা।

10.05 গ্রামবাসীর ঐক্য

অরিন্দমের পতনের পর গ্রাম যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেল। এতদিনের ভয়, বিভ্রান্তি আর অস্থিরতা মিলিয়ে গিয়ে মানুষের মনে জন্ম নিল এক অদ্ভুত শান্তি। তারা বুঝতে

পারল, প্রতিশোধের আগুন তাদের ভাঙতে পারেনি, বরং আরও শক্ত করেছে।

গ্রামের প্রতিটি মানুষ একে অপরের দিকে তাকাল, চোখে ছিল সাহস আর বিশ্বাস। তারা জানত, অন্ধকারকে জয় করার একমাত্র উপায় হলো ঐক্য। তাই তারা একত্রিত হয়ে দাঁড়াল। কেউ আর আলাদা

থাকল না, কেউ আর দ্বিধায় ভুগল না।

শিশুরা আবার খেলায় মেতে উঠল, তাদের হাসি গ্রামকে আলোকিত করে তুলল। অভিভাবকরা একে অপরের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করল, তারা একসাথে থাকবে। বৃদ্ধের চোখে ছিল তৃপ্তি, যেন তিনি

আগেই জানতেন এই মুহূর্ত আসবে।

গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, আর কোনো অন্ধকার তাদের বিভক্ত করতে পারবে না। তাদের ঐক্যই হবে ভবিষ্যতের শক্তি। তারা প্রতিজ্ঞা করল, সত্য আর আলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে।

এই ঐক্য শুধু প্রতিশোধকে পরাজিত করল না, বরং গ্রামকে নতুন পথে নিয়ে গেল। প্রতিটি হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি ঘরে শান্তি ফিরে এল।

গ্রামবাসীরা বুঝতে পারল, ঐক্যই তাদের মুক্তির প্রতীক। তারা জানত, যতদিন তারা একসাথে থাকবে, ততদিন

কোনো অন্ধকার তাদের গ্রাস করতে পারবে না।

10.06 বৃদ্ধের আশীর্বাদ

অরিন্দমের পতনের পর গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ধোঁয়া আর ভাঙা কাঠের গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলেছিল। মানুষের চোখে

ক্লান্তি, শরীরে অবসাদ, কিন্তু মনে ছিল এক অদ্ভুত শান্তি। এই মুহূর্তে গ্রামের বৃদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তার পদক্ষেপ ছিল ধীর, কিন্তু দৃঢ়। তার চোখে ছিল অভিজ্ঞতার আলো, মুখে ছিল তৃপ্তির ছাপ। তিনি গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেন। এতদিনের ভয় আর বিভ্রান্তি

মিলিয়ে গিয়ে মানুষের মুখে সাহসের ঝিলিক দেখা যাচ্ছিল। বৃদ্ধ জানতেন, এই মুহূর্তই গ্রামবাসীর জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ দিলেন। তার কণ্ঠে ছিল শান্তি, তার কথায় ছিল দৃঢ়তা। তিনি বললেন না, কিন্তু তার উপস্থিতিই ছিল আশীর্বাদের প্রতীক।

গ্রামবাসীরা তার দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেল। তারা বুঝতে পারল, অভিজ্ঞতার দৃষ্টি কখনো ভুল হয় না। বৃদ্ধের আশীর্বাদ তাদের মনে নতুন শক্তি জাগাল। শিশুরা হাসতে শুরু করল, অভিভাবকরা একে অপরের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করল। তার আশীর্বাদ যেন অন্ধকারের শেষ চিহ্ন মুছে দিল।

সায়রা চোখে জল নিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। সে বুঝতে পারল, এই আশীর্বাদই তাদের মুক্তির প্রতীক। রায়েদও মাথা নিচু করে সম্মান জানাল। তার মনে হলো, শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব আরও গভীর হয়ে গেছে।

গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে অনুভব করল, তারা আর একা

নয়। বৃদ্ধের আশীর্বাদ তাদের ঐক্যকে আরও দৃঢ় করল। তারা জানল, যতদিন তারা একসাথে থাকবে, ততদিন কোনো অন্ধকার তাদের গ্রাস করতে পারবে না।

এই আশীর্বাদ শুধু একটি মুহূর্ত নয়, বরং ভবিষ্যতের পথের প্রতিশ্রুতি। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করল, আলোই শেষ পর্যন্ত

জয়ী হয়। বৃদ্ধের আশীর্বাদ তাদের মনে সেই বিশ্বাসকে আরও শক্ত করে দিল।

অরিন্দমের পতনের পর গ্রাম যেন দীর্ঘ অন্ধকারের গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেতে শুরু করল। রাতের নিস্তব্ধতা আর ভয়ংকর ছায়া মিলিয়ে যেতে লাগল। চারদিকে ছড়িয়ে

থাকা ধোঁয়া আর ভাঙা কাঠের গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুললেও মানুষের মনে জন্ম নিল নতুন আশার আলো। গ্রামবাসীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল। তারা দেখল, অন্ধকার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। রাতের দীর্ঘ যন্ত্রণা যেন শেষ হতে চলেছে। শিশুদের মুখে আবার হাসি

ফুটে উঠল, অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বৃদ্ধের চোখে ছিল তৃপ্তির ছাপ, যেন তিনি আগেই জানতেন এই মুহূর্ত আসবে।

রাত্রির অবসান শুধু সময়ের পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের মনে নতুন শক্তির জন্ম। তারা বুঝতে পারল, অন্ধকার কখনো স্থায়ী নয়। আলোই শেষ পর্যন্ত

জয়ী হয়। এই উপলব্ধি তাদের হৃদয়ে সাহস জাগাল।

সায়রা গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখে জল থাকলেও সেই জল ছিল মুক্তির প্রতীক। সে জানত, ভয় আর দ্বন্দ্বের দিন শেষ হয়েছে। রায়েদও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখে ছিল দায়িত্ববোধ। সে বুঝতে পারল, শিক্ষক হিসেবে তার কাজ এখন আরও গভীর। গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল, তারা আর কোনো অন্ধকারকে গ্রামকে গ্রাস করতে দেবে না। তাদের ঐক্যই হবে ভবিষ্যতের শক্তি। রাত্রির

অবসান তাদের মনে সেই প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ় করে দিল।

আকাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠল। সেই আলো গ্রামকে আলোকিত করে তুলল। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারের ছায়া মিলিয়ে গেল। মানুষ বুঝতে পারল, তারা মুক্ত।

10.08 নতুন প্রতিশ্রুতি

অরিন্দমের পতন, রাত্রির অবসান এবং গ্রামে ফিরে আসা শান্তির পর মানুষ বুঝতে পারল—এখন তাদের সামনে নতুন পথ খুলে গেছে। এতদিন তারা ভয়,

বিভ্রান্তি আর অন্ধকারের ছায়ায় বন্দি ছিল। কিন্তু আজ ভোরের আলো তাদের মনে নতুন শক্তি জাগাল।

গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে গ্রামের মাঝখানে দাঁড়াল। তাদের চোখে ছিল দৃঢ়তা, মুখে ছিল শান্তি। তারা জানত, প্রতিশোধের আগুন নিভে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার অন্ধকার আসতে পারে। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করল, এবার তারা প্রস্তুত থাকবে।

শিশুরা হাসতে হাসতে খেলায় মেতে উঠল। তাদের হাসি ছিল মুক্তির প্রতীক। অভিভাবকরা একে অপরের হাত ধরে

প্রতিজ্ঞা করল, তারা আর কোনো বিভাজনকে গ্রামকে দুর্বল করতে দেবে না। বৃদ্ধ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ দিলেন। তার চোখে ছিল অভিজ্ঞতার আলো, তার কণ্ঠে ছিল শান্তির বার্তা। তিনি জানতেন, এই প্রতিশ্রুতিই গ্রামকে ভবিষ্যতের পথে নিয়ে যাবে।

সায়রা গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে আর কোনো দ্বিধায় ভুগবে না। তার সাহসই হবে গ্রামবাসীর শক্তি। রায়েদও পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করল, শিক্ষক হিসেবে সে শুধু

পাঠ দেবে না, বরং মানুষকে পথ দেখাবে।

গ্রামবাসীরা একসাথে ঘোষণা করল— তারা আলোয় হাঁটবে, সত্যকে আঁকড়ে ধরবে, ঐক্যকে শক্তি বানাবে। তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল দৃঢ়, তাদের হৃদয়ে ছিল সাহস।

এই নতুন প্রতিশ্রুতি শুধু একটি মুহূর্ত নয়, বরং ভবিষ্যতের পথের সূচনা। প্রতিটি হৃদয়ে আলো ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি ঘরে শান্তি ফিরে এল। অন্ধকারের ছায়া মিলিয়ে গেল।

গ্রামবাসীরা জানত, যতদিন তারা একসাথে থাকবে, ততদিন কোনো অন্ধকার তাদের গ্রাস করতে পারবে না। তাদের প্রতিশ্রুতি হয়ে উঠল মুক্তির প্রতীক, ঐক্যের প্রতিশ্রুতি আর ভবিষ্যতের আলো।

10.09 ভবিষ্যতের পথ ভোরের আলোয় গ্রামবাসীরা নতুন পথে হাঁটতে শুরু করে। তাদের চোখে ছিল আশা, তাদের হৃদয়ে ছিল সাহস। তারা জানত, প্রতিশোধের ছায়া আর তাদের গ্রাস করতে পারবে না। ভবিষ্যতের পথ ছিল আলোয় ভরা। তারা একসাথে হাঁটতে

থাকে, তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে থাকে। ভবিষ্যতের পথ তাদের মুক্তি দেয়।

10.10 অন্তিম দ্বন্দ্বের সমাপ্তি অধ্যায়ের শেষ মুহূর্তে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারে, অন্তিম দ্বন্দ্ব শেষ হয়েছে। অরিন্দমের পতন, সায়রার অশ্রু, রায়েদের মুক্তি, শিশুদের হাসি, গ্রামবাসীর ঐক্য, বৃদ্ধের আশীর্বাদ, রাত্রির অবসান, নতুন প্রতিশ্রুতি—সব মিলিয়ে ভবিষ্যতের পথ আলোকিত হয়েছে। অন্তিম দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ছিল মুক্তির প্রতীক। গ্রামবাসীরা একসাথে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করে, তারা

আলোয় হাঁটবে। এই সমাপ্তি তাদের নতুন জীবনের সূচনা।

ISBN: 978-93-5592-131-4

Printing Schee:

32,1,30,3,28,5,26,7,24,9,22,11,20,13,18,15,4,29,2,31,8,25,6,27,12,21,10,23,16,17,14,19

32,1,30,3,28,5,26,7,4,29,2,31,8,25,6,27,24,9,22,11,20,13,18,15,12,21,10,23,16,17,14,19